নির্জন একার

রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ গানের পাণ্ডুলিপি

লিখন আমার

রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ গানের পাণ্ডুলিপি

সংকলন ও সম্পাদন

সুভাষ চৌধুরী

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : এপ্রিল ২০০০ বৈশাখ ১৪০৭

স্বত্ব : সুপর্ণা চৌধুরী

প্রচ্ছদ দেবব্রত ঘোষ

প্যাপিরাস-এর পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া, ৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমন্তী
ও
কল্যাণীয় সৌর্য
স্নেহের সামান্য প্রতিদান

দাদাই

সূচি

ভূমিকা		৯
ভূমিকার বিকল্পে	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১১
গানের সূচি		১৯
গানের পাণ্ডুলিপিচিত্র :		২৭
১. পাঠভেদ		১৫৭
২. আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্র		১৭১
গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়		১৭৭
পাণ্ডুলিপিচিত্রের পাঠভেদ-পরিচয় :		২১৩
পাঠভেদ ১		২১৬
পাঠভেদ ২		২২৭
পাঠভেদ ৩		২৩১

ভূমিকা

বর্তমান গানের সংকলন বিষয়ে হয়তো অনেকেরই মনে হতে পারে— কেন এই সংকলন! রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে ইতিপূর্বে যে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রাথমিক মুদ্রণ বিদেশে বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়েছিল— তার একটি বৈকালী, অপরটি লেখন। পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পূর্ণতর সংস্করণে গ্রন্থদুটির পরিচয়ে তার বিশদ আলোচনা নিদর্শন-সহ মুদ্রিত হয়েছে এবং দুটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য।

কিন্তু বর্তমান সংকলনে কেবলমাত্র একগুচ্ছ গানের রবীন্দ্রহস্তাক্ষরের নিদর্শনই নয় সেইসঙ্গে গানের পাণ্ডুলিপির রচনাকাল, প্রকাশকাল, গীতবিতানের পর্যায়ক্রম, কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং গীতবিতানে মুদ্রিত পাঠের ভিন্নতা দেখানো হয়েছে। এই সংগ্রহে পাঠক ও গবেষক -গোষ্ঠী বোধ করি তাঁদের প্রয়োজনীয় রসদ পাবেন।

বলা বাহুল্য, এই সংকলন রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে সম্পূর্ণ গানের সংগ্রহ নয়— কিছু নিদর্শন মাত্র। মালতী পুঁথিতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রথম গান থেকে শুরু করে শেষ জন্মদিন পালন উপলক্ষে 'সভ্যতার সংকট' ভাষণের পরে গীত 'ঐ মহামানব আসে' গান এই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। প্রথম গান থেকে কালানুক্রমে গ্রথিত শেষ গানের পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত এই সামান্য সংগ্রহে কবির হস্তলিপির ক্রমবিবর্তনও কম চমকপ্রদ নয়।

বর্তমান সংকলনের 'ভূমিকার বিকল্পে' -লেখক শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কেবল বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনই রাখেন নি, তাঁর রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রহস্তাক্ষরের বিদগ্ধ একাগ্র বিশ্লেষণে গ্রন্থটি যে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান লাভের গরিমা লাভ করেছে, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

নিছকই কৌতূহল মেটানোর আগ্রহ থেকেই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ শুরু আর তা থেকে গ্রন্থ-রূপের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে অনুজপ্রতিম শ্রীদেবাঞ্জন ঘোষ এই সংকলনের প্রায় অন্যতম দাবিদার।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, তাই স্বভাবত বন্ধুবর শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর স্বতঃস্ফূর্ততা এবং একাত্মতা এই সংকলনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত হয়ে রইল।

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থেরও পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনা করে দিয়ে শ্রীশঙ্খ ঘোষ আমাকে কেবল উৎসাহিতই করেন নি, ঋণীও করেছেন।

আমার সহধর্মিনী. শ্রীমতী সুপূর্ণা যাঁর নিরন্তর আগ্রহ এই কাজ সম্পন্ন করতে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কথা বলতেই হয় যাঁদের সহযোগিতায় গ্রন্থটির পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে— বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন সংগ্রহ; বিশ্বভারতী ও অন্যান্য প্রকাশকের বিভিন্ন গ্রন্থাদি; 'পশ্চিমবঙ্গ' ও অন্যান্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা; অরুণ দে, কল্যাণ বসু, দেবাঞ্জন ঘোষ ও সুবিমল লাহিড়ীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়ার স্বত্বাধিকারী ও কর্মীবৃন্দ আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা ভোলার নয়, আমি কৃতজ্ঞ।

প্যাপিরাস-এর শ্রীঅরিজিৎ কুমার সাগ্রহে এবং সানন্দে এই গ্রন্থ মুদ্রণের যে জটিলতা নির্বিবাদে সম্পন্ন করে প্রকাশ করেছেন তাতে রইল তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতি ও ব্যক্তিগত রুচির নিদর্শন।

সুভাষ চৌধুরী

ভূমিকার বিকল্পে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কবির হাতের লেখায় প্রথম যখন 'লেখন' এবং 'বৈকালী' পরস্পরকে ছুঁয়ে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে দীক্ষিত নন এমন অনেকেই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অন্তর্গত স্বাক্ষর কবিতা ও গানগুলির মহিমা কিংবা মাধুর্য প্রথম দিকে তাঁদের তেমন সচকিত করে নি যতটা স্রষ্টার স্বর্ণিল হস্তাক্ষর। শ্রীমন্ত, সুডৌল, সুষম। মুগ্ধ গ্রাহকেরা তার অনুকরণে নিবিষ্ট হয়ে পরিশেষে অনিবার্যতই সে-সব রচনার মর্মে প্রবেশাধিকার চেয়েছিলেন।

গ্রাফোলজির বিশেষজ্ঞেরাও এই সংঘটনে উদাসীন থাকতে পারেন নি। তাঁদের কাজই হল হাতের লেখার গূঢ়ার্থ উন্মোচন। এক-এক বয়সে হস্তাক্ষরের এক-একরকম ঠাম সত্ত্বেও ব্যক্তির মুদ্রা তার ভিতরে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে। তাই এক বর্ণের সঙ্গে আরেক বর্ণের যোগ, রচনার বেগ, কলমের চাপ ইত্যাদি বহিরঙ্গ লক্ষণের সারূপ্য মিললেও রচয়িতার স্বভাব অনুকারকের অগম্য থেকে যাবে, এ কথা তাঁরা জানতেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হস্তাক্ষরবিদ্ তাই এই মর্মে মন্তব্য করেছিলেন, 'তা হলে তো আমরা হাজার দুয়েক রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে যেতাম!'

কাউন্ট কাইজারলিঙের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যযুগীয় জার্মান মিনেসিঙারদের গীতিগুচ্ছ (১৩০০-১৩৪০) দেখেছিলেন, তাদের আকার

(৩৫.৫ x ২৫ সেন্টিমিটার) এবং অনবদ্য লিপির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একটি ব্যাপার তাঁকে ঈষৎ চিন্তান্বিত করেছিল : একশো চল্লিশজন কবির পদাবলির পাণ্ডুলিপির ভিতরে-ভিতরে অতিরিক্ত আলেখ্যের ঘনঘটা। সে-সব ছবিতে কবিকে অনেক সময় শ্রুতিলিখন দিতে দেখা যায়। শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে অনারোহ ব্যবধানে অবস্থিত পদকর্তা যুদ্ধ কিংবা খেলায় অংশ নিচ্ছেন, কখনো-বা 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে' তাঁর রমণীর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে, এবং তখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই ছিল গথিক পুঁথি অলংকরণের ঘরানা। আমরা আনুমানিক নিশ্চয়তায় ধরে নিতে পারি, মিনেসিঙারদের এই কৃত্রিম আভিজাত্য তাঁকে প্রাণিত করে নি।

আরেকরকম মর্যাদাসম্পন্ন লিপিশিল্প যে তাঁর প্রবণতায় ছিল, তার প্রমাণ নিঃসন্দেহে 'লেখন' এবং 'বৈকালী'। বিশেষত প্রথম বইটির জাপানি অনুষঙ্গে চীনের চিত্রাক্ষর চর্যা আমাদের মনে পড়ে যায়, এবং আমরা ভাবতে বসি কত ভাবুকই না ওই দেশের লিপিচিত্রণকে মানবসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলে কবুল করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ও রবীন্দ্রনাথ : ব্রেশ্‌ট এই জায়গাটায় তাঁর নবনাট্যভাবনার সংকেতসূত্র খুঁজেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পেয়ে গিয়েছিলেন মিতাক্ষর লিরিকের সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, এই জায়গাটাতেই রবীন্দ্রনাথ থেমে যান নি, এবং তাঁর নির্ধারণে বাংলা ভাষার স্বরব্যঞ্জন বর্ণের নিজস্ব বিভূতিই ছিল চূড়ান্ত শর্ত, চিত্রানুগ অক্ষর নয়।

বেলগ্রেড শহরে তৈরি করা 'বৈকালী'তে তারই নিদর্শন। সাবলীল দ্রুতলয়ে লেখা এই গানগুলি আমাদের অস্তিত্বের অহংকার এবং অলংকার। স্বদেশে ও ওদেশে বসে-থাকা আর ঘুরে-বেড়ানোর বাঁকে-বাঁকে রচিত এই-সমস্ত গীতালি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন, বাংলা ভাষার আর-কোনো পদপ্রণেতার পক্ষেই যাদের প্রতিস্পর্ধিতা সম্ভব নয়। এ সবই

শ্লাঘাসঞ্চারী এবং শিল্পশোভন। কিন্তু একটাই মুশকিল। হাতের লেখার নিরিখে এরা অতিমাত্রায় নির্মিত, এদের মধ্যে কোথাও হয়ে-ওঠার গহন সমাচার নেই। কোথাও নেই কাটাকুটির লেশ, মন-খারাপের এতটুকু ছাপ, অমীমাংসার আর্তি।

অথচ গান যিনি লেখেন তিনি তো সব সময় মহতী অনিশ্চিতির শামিল। তিনি তো কখনোই জানেন না আস্থায়ী-র পর অন্তরা রচিত হতে পারবে কি না, সঞ্চারী এবং আভোগ তো দূরের কথা! পুলিনবিহারী সেন তো বলতেন, কোনো-কোনো রবীন্দ্রসংগীত আস্থায়ীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয় উদ্যমে বাকিটা তিনি পরিপূরণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা মনে-মনে প্রতর্ক তুলতেই পারি, কিন্তু মানতেই হবে, এরকম বিশ্লেষণী নির্ণয় প্রতিভার রহস্যকে নন্দিতই করে। বিশেষত রবীন্দ্রপ্রতিভায় শব্দের অণোরনীয়ান এবং ব্যাপ্ততম পরিসরের অনির্ণেয় বৈভবকেই। যাঁরা সুরকার, তাঁদের মধ্যেও কি অজ্ঞাত ভবিতব্য নিয়ে একই রকম উৎকণ্ঠা আমরা লক্ষ করি না? ইয়োরোপে এঁদের, অর্থাৎ এই মহান কম্পোজারদেরই, 'সংগীতের লেখক' বলে অভিহিত করা হয়। সুর ভাঁজতে-ভাঁজতেই এঁরা স্বরলিপি লিখতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীকে মথিত করতে থাকে। নিদারুণ সংকটের মুখে বেঠোফেন কি শুবার্ট যে-সব স্বরলিপি লিখে গিয়েছেন তাদের পরতে-পরতে নশ্বর মানুষের স্পর্শকাতর হৃদয়ের ওঠা-নামা এবং ভাঙনের অভিঘাতে চূর্ণ চূর্ণ হতে গিয়েও সৃজনী চ্যালেঞ্জের যে-ঐশ্বরিকতা ফুটে উঠেছে, বহু ক্ষেত্রেই পাঠ বা বয়ানের প্রাধান্য না থাকলেও তারই সুবাদে তাঁদের গানের লেখক আখ্যা না দিয়ে উপায় থাকে না আমাদের।

অবশ্য শ্রেষ্ঠ সংগীত লেখশব্দের সঙ্গে যুগলবন্দি খুঁজে বেড়ায়। এবং কখনো-কখনো সেই চরিতার্থতাও ঘটে যায়। যেমন, বেঠোফেনের নবম সিম্ফনি। ফ্রীডরিশ শিলারের 'আনন্দের প্রতি' (An die Freude)

কবিতাকে অবলম্বন করেই তার পূর্ণতা। কথা ও সুরের আলম্বন যেন কথা-ই :

> তোমার মায়ায় পুনর্মিলিত নানা
> রীতিপদ্ধতি, যারা ছিল বিভাজিত;
> যেইখানে রাজে রমণীয় তোর ডানা
> সকল মানুষ ভাই হয়ে বিরাজিত।

কথা, নাকি সুর। নাকি দুয়েরই সম্পূরক পারমিতা? বার্লিনের প্রাচীর লুটিয়ে গেলে কিংবা বুলগেরিয়া তার দেউলিয়া দশা থেকে এক ঝটকায় উত্তীর্ণ হতে চাইলে যেমন, তেমনি প্রতীচীর মেনুহিন এবং প্রাচ্যের রবিশংকর বিশ্বভুবনের উপযোগী একটি অর্কেস্ট্রা সৃজন করতে বসলে এই নবম ঐকতান যত কাজে লেগেছে এমনটি বোধহয় আর কোনো সংগীতেই নয়।

তবু, স্বরলিপি নিজে না লিখলেও একাধারে শব্দ ও সুর মিলিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাঙালির জন্য যে অসাধ্য সাধন করে গিয়েছেন, 'তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।' এবং সেই স্বর্গসাধনের জন্য তাঁকেও মুহূর্তে মুহূর্তে ইনফের্নোর কান্না ও হাহাকার এবং একাকার উদ্‌বেগের ভিতর দিয়েই যেতে হয়েছে। দোলাচলের মধ্য দিয়েই তিনি একটির পর একটি গান বেঁধেছেন, এবং অধিকাংশ সময়েই নিজের হাতেই গেঁথে তুলেছেন সেই গীতিমাল্য। 'চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই', এ কথা যিনি লিখেছেন, অবশ্যই জানতেন সর্বাতিশায়ী অদৃশ্য শক্তি সহজে তাঁর উপহার গ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব নন। আরো জানতেন, প্রকৃতির লেখাজোখার যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক তার প্রাচুর্য অনিঃশেষ। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন, 'পশ্য দেবস্য কাব্যং/ন মমার ন জীর্যতি।' তাই তো তাঁরই কলমের সহায়তায় 'বসন্ত তার গান লিখে

যায়/ধূলির 'পরে কী-আদরে।' একমাত্র দেবকল্প কবিই নিসর্গকে এরকম চিন্ময় ঈর্ষায় জর্জরিত করতে পারেন।

তা সত্ত্বেও কবি তো মানুষই। তাই বয়েস বাড়ার সঙ্গে তাঁকে অঙ্গীকার করতে হয় : 'লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি/হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।' চৌষট্টি বছর বয়সে লেখা এই গানে গীতাঞ্জলির আনন্দবাদ নেই, কিন্তু তার চেয়েও গভীরতর এমন-কিছু আছে, যাকে বলা যেতে পারে সন্তাপগুণ, যা নিখিল মানুষের নির্জন হৃদয়ের সম্ভার।

বন্ধু সুভাষ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের নানা পর্বের স্বহস্তলিখিত গানের যে-সংকলন সম্পাদনা করেছেন তার অন্যতম কেন্দ্রীয় এই গান। এরই দু-পাশে তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন যৌবনকাল থেকে কালজরা পর্যন্ত রক্তমাংসের একজন কবির সংবেদী লেখনপুঞ্জ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে গিয়ে রুদ্ধশ্বাস আকর্ষণে আমরা প্লুত হয়ে যাই। সম্পাদক আমাদের বিস্ময়কে তাঁর মননমর্জির যোগসাজশে কৌতূহলের দিকে টেনে আনেন, প্রতিটি গানের পর্যায়ক্রম এবং স্বরলিপিকারদের নাম জানিয়ে দেন, আমরা সেই আশাতিরিক্ত প্রাপ্তির সৌকর্যে ঠাহর করতে পারি, কোনো প্রতিভাই স্বয়ম্ভূ নয়, দেশকাল এবং কার্যকারণের সমবায়েই তার অভিষেক।

এই সংকলনের বিন্যাস থেকে এ কথাও আমাদের প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথের গানে শব্দ এবং সুরের সেতু হল চিত্রকল্পের আভাস। এ কথা ঠিকই যে শব্দের সাহায্যেই চিত্রকল্প সূচিত হয়। তবুও কবির হাতের লেখা গানগুলিতে নিঃশর্ত মনের ঝোঁকে, ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি অথবা অন্তস্তলেই আঁকিবুকির অন্তর্বয়ন এত উচ্চারিত হয়ে উঠেছে যে তাদের সহায়তায় আমরা দুটি জিনিস আঁচ করে নিতে পারি। এক, বেশির-ভাগ অন্তঃশায়ী চিত্রণই লেখশিল্পের সমান্তরে এক-একটি পদকল্পতরুর অপরতর অধিষ্ঠান, প্রকৃতির স্টাইলাইজেশন। কোনো-কোনোটি পারসিক স্থাপত্যে অনস্যূত লতাপাতার অমর্ত নকশার মতন। দুই, এই-সমস্ত

কারুকাজ থেকে উঠে আসে এক-একটি বাক্‌প্রতিমা, পরের কোনো গানে, আপাতপ্রাসঙ্গিকতার শৃঙ্খলা ছাপিয়ে গড়ে তোলে অমূর্ত ভাবনার মূর্তন, যাকে কোনোক্রমেই আমরা কোনো বিষয়বস্তুর বর্গে অকাতরে গুঁজে দিতে পারি না।

সম্পাদক আমাদের দিকে তত্ত্ব-সূচক তর্জনী না দেখিয়েও, মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের চিরাচরিত পর্ববিভাগের (প্রেম-পূজা-প্রকৃতি-আনুষ্ঠানিক-স্বদেশ ইত্যাদি) ব্যাপারটা পুনর্বিচার করার জন্য প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই সূত্রে আমি এমন কোনো প্রস্বর আরোপ করতে চাই না যে রবীন্দ্রনাথের এই-সব গানে তুলিকলমের আপতিক সন্নিবেশে যে-চিত্রধর্মিতা ফুটে উঠেছে তার মানদণ্ডেই তাঁর সংগীতের প্রদত্ত ক্যাটিগরিগুলি ঢেলে সাজাতে হবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এ-সব কল্পচিত্রণের মধ্যে প্রায়শই বক্ষ্যমাণ গানের 'ম্যুড' বা মেজাজ কীরকম স্পন্দমান! দৃষ্টান্ত হিসেবে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে 'যাত্রী আমি ওরে' লেখা গানটির অন্তরা/সঞ্চারী জুড়ে, এমন-কি আভোগ ছাপিয়ে, অসংলগ্ন হিজিবিজির মতো ড্রয়িংয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য অবচেতন খননের ছমছমে ভাবটা অনিবারণীয়, এবং সবশেষে উৎকীর্ণ মূর্ছিত একটি জন্তুর দ্যোতনা। এখান থেকেই কি তাঁর অন্ত্য পর্বের চিত্রকলার সূত্রপাত? পণ্ডিতেরা সেই প্রশ্নের নিরসন করবেন। আমার প্রাসঙ্গিক বলার কথাটা শুধু এই যে, এই গানে অনাশ্রিত মানুষের অনিঃশেষ যাত্রার যে-উচাটন রণিত হয়ে আছে তারই সুর এই আঁকিবুকির সৈকতে আছড়ে পড়েছে। অথবা বলা যায়, 'ভাষাবিহীন অজানিতের পানে' এই কল্পচিত্রের হাতছানি শব্দের তরঙ্গে ব্যাপ্ত, বিথারিত। একটু অবাক লাগে, এ গান কী করে 'পূজা ও প্রার্থনা' বিষয়বর্গে চিহ্নিত হয়ে রইল?

পূজা ও প্রার্থনার মনোভঙ্গি নিয়েই আমি এই অনন্য সংকলনের পাতা উল্‌টে যাই। আচম্বিতে আবিষ্কার করি 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি'

গানটির মাঝখান থেকে লতিয়ে উঠেছে একটি বল্লরী, এবং অতঃপর অধোভুবনে তলিয়ে গিয়ে হয়ে উঠেছে শিকড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। সন্দেহ নেই, গানটি স্বদেশাত্মক। কিন্তু বৈষয়িকতার ঘোর কেটে গেলে কি মনে হয় না, প্রকৃতি অথবা আদিনিসর্গই সেই শক্তি যা আমাদের প্রিয়তম কবির সৃষ্টিতে পরা-প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে?

দেখতে-দেখতে আমরা পৌঁছে যাই 'ঐ মহামানব আসে' মহাসংগীতে। যতই দেবদত্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হোন, আশি বছরে উপনীত কবিও একযোগে আসন্ন মৃত্যুর দেবদূত এবং শিকার। সভ্যতার সংকটে তিনি যখন আমাদের মনে নব অরুণোদয়ের প্রতিশ্রুতি জোগাচ্ছেন, সেই মুহূর্তে তাঁর হাতের লেখা কেমন অসহায়, ভঙ্গুর। আমরা সেই ভাঙনের জয়গান গাই। এবং এই সংকলনের বিপুল সার্থকতা কামনা করে প্রান্তিক জিজ্ঞাসা তুলি · এ গান কী ক'রে 'আনুষ্ঠানিক সংগীত' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারল? এই সংকলনের মৌলিকতা এখানেই, প্রণতি ও পরিপ্রশ্নের সময়োচিত সমাহার।

গানের সূচি

১। বল্ গোলাপ, মোরে বল
২। বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে
৩। তোমার গোপন কথাটি
৪। স্বপন যদি ভাঙিলে
৫। যদি তোর ডাক শুনে কেউ
৬। বাংলার মাটি বাংলার জল
৭। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
৮। আমাকে যে বাঁধবে ধরে
৯। কে বলেছে তোমায় বঁধু
১০। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
১১। জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
১২। জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
১৩। আলোয় আলোকময় করে হে
১৪। নিভৃত প্রাণের দেবতা (কর্তিত)
১৪ক। নিভৃত প্রাণের দেবতা (পরিমার্জিত)
১৫। কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
১৬। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
১৭। বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি
১৮। ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা

১৯। বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
২০। হে মোর দেবতা
২১। যেথায় থাকে সবার অধম
২২। যাত্রী আমি ওরে
২৩। ওরে মাঝি
২৪। জড়ায়ে আছে বাধা
২৫। একটি নমস্কারে প্রভু
২৬। আমাদের শান্তিনিকেতন
২৭। আমার এই পথ চাওয়াতেই
২৮। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে
২৯। যেদিন ফুটল কমল
৩০। তুমি একটু কেবল
৩১। এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
৩২। কে গো অন্তরতর সে
৩৩। আমারে তুমি অশেষ করেছ
৩৪। শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে
৩৫। কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
৩৬। এই লভিনু সঙ্গ তব
৩৭। কেন আর মিথ্যা আশা
৩৮। ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
৩৯। এবার তো যৌবনের কাছে
৪০। এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
৪১। আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
৪২। কাল রাতের বেলা
৪৩। গানের সুরের আসনখানি
৪৪। এমনি ক'রেই যায় যদি দিন
৪৫। আমার জীর্ণপাতা যাবার বেলায়

৪৬। হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে
৪৭। আমার সুরে লাগে তোমার হাসি
৪৮। খেলার ছলে
৪৯। আমায় দাও গো বলে
৫০। বুঝেছি কি বুঝি নাই
৫১। দিন অবসান হল
৫২। আমার মনের মাঝে যে গান বাজে
৫৩। আকাশে আজ কোন্ চরণের
৫৪। আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে
৫৫। আমার দোসর যে জন
৫৬। কোথা হতে শুনতে যেন পাই
৫৭। তোমরা যা বলো তাই বলো
৫৮। আমার মনের কোণের বাইরে
৫৯। শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
৬০। সকালবেলার বাদল আঁধারে
৬১। প্রথম আলোর চরণধ্বনি
৬২। দ্বারে কেন দিলে নাড়া
৬৩। কালের মন্দিরা যে
৬৪। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
৬৫। আঁধার রাতে একলা পাগল
৬৬। আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
৬৭। আকাশভরা সূর্যতারা
৬৮। ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে
৬৯। তুমি খুশি থাকো
৭০। আমার যে গান
৭১। আমার ঢালা গানের ধারা
৭২। অনন্তের বাণী তুমি

৭৩। দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা
৭৪। ফাগুনের নবীন আনন্দে
৭৫। এসো আমার ঘরে
৭৬। নূপুর বেজে যায়
৭৭। লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি
৭৮। সেই ভালো সেই ভালো
৭৯। অনেক কথা যাও যে বলে
৮০। আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
৮১। এ পথে আমি যে গেছি বার বার
৮২। দিন পরে যায় দিন
৮৩। আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
৮৪। হে চিরনূতন
৮৫। এ পারে মুখর হল
৮৬। হে মহাজীবন
৮৭। বিরস দিন বিরল কাজ
৮৮। মরণসাগরপারে তোমরা অমর
৮৯। সে কোন্ পাগল যায়
৯০। আকাশ তোমায় কোন্ রূপে
৯১। নাই নাই ভয়
৯২। ভালোলাগার শেষ যে না পাই
৯৩। ওগো সুন্দর, একদা কী জানি
৯৪। কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে
৯৫। আকাশে তোর তেমনি আছে
৯৬। পথ এখনো শেষ হল না
৯৭। বাঁশি আমি বাজাই নি
৯৮। ক্ষত যত ক্ষতি যত
৯৯। যা পেয়েছি প্রথমদিনে

১০০। যে ধ্রুবপদ
১০১। এসো হে বৈশাখ
১০২। শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
১০৩। পথে চলে যেতে যেতে
১০৪। হে মাধবী দ্বিধা কেন
১০৫। আমার নয়ন তোমার নয়নের
১০৬। আয় আমাদের অঙ্গনে
১০৭। এবার বুঝি ভোলার বেলা
১০৮। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
১০৯। তুমি কিছু দিয়ে যাও
১১০। একলা বসে হেরো তোমার ছবি
১১১। (আমি) শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
১১২। বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি
১১৩। একদিন চিনে নেবে তারে
১১৪। আজকে মোরে বোলো না কাজ কবতে
১১৫। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
১১৬। আমার নিখিল ভুবন হারালেম
১১৭। আজি দক্ষিণ পবনে
১১৮। ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী
১১৯। তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে
১২০। শেষ গানেরি রেশ নিয়ে
১২১। এসেছিনু দ্বারে তব
১২২। বাণী মোর নাহি
১২৩। দূর আকাশের নেশায় মাতাল
১২৪। কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
১২৫। নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে
১২৬। ওই মহামানব আসে

পাণ্ডুলিপিচিত্রের পাঠভেদ :

১। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
২। কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
৩। বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে
৪। ফুটল রসের দোলন চাঁপা
৫। ফাগুনের নবীন আনন্দে
৬। সে কোন্ পাগল ভাঙল আগল
৭। আমার মুক্তি গানের সুরে
৮। চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে
৯। কাগজের তরী সাজায়ে
১০। চৈত্রদিনের ভোরের বেলায় গী
১১। দিয়ে গেনু বসন্তের
১২। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে

আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্র :

১। বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই
২। বল, বল, বন্ধু বল
৩। কোন্ খেলা যে খেলব কখন
৪। চক্ষে আমার তৃষ্ণা

গানের পাণ্ডুলিপিচিত্র



গান।

রাগিনী পিলু। তাল খেমটা।

বল্ গোলাপ, মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু-শ্বাস,
পাখী গাহিছে মধু রবে।
তুই ফুটিবি সখি কবে?
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,

কাছে ফুলবালা সারি সারি
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তারা শুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি সখি কবে॥

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে,

কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে।

ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি,

কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।

তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে·

তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।

তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজেনা বাঁশি

যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে!

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে।

শুধু আমায়, শুধু আমায় বোলো আমায় গোপনে,

ওগো ধীর মধুর হাসিনী বোলো ধীর মধুর ভাষে

আমি কানে না শুনিব গো শুনিব প্রাণের শ্রবণে।

যবে গভীর যামিনী,

যবে নীরব মেদিনী,

যবে সুপ্তিমগন বিহগ-নীড়

কুসুমকাননে —

বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে

বোলো কম্পিত স্মিত হাসে,

বোলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে

শরম-নমিত নয়নে।

[illegible]

পূর্ণ করে দিয়া মঙ্গল কিরণে।

[illegible]

[illegible] মেঘের ওই কাছে

নবীন করে এ জীবনে মোর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে —

তবে একলা চলোরে!

যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা)

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে

সবাই করে ভয়

তবে পরান খুলে

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে!

যদি সবাই ফিরে যায় (ওরে ওরে ও অভাগা)

যদি গহন পথে যাবার কালে

কেউ (না) ফিরে চায়

তবে পথের কাঁটা

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে!

যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা)

যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে

দুয়ার দেয় ঘরে,

তবে বজ্রানলে

আপন, বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে!

রাখীসঙ্গীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান —

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান —

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান —

বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

যাহার চিত্ত দোলায় তুমি

আর কাঁপিছে

তবে কি এমন কাঁপিছে

আমাদের [illegible] তোমার হাতে

এমন আঁখিনীর

তোমার এ কি অভিমান।

দিন দিন [illegible] দিয়ে

চিরদিন [illegible] শীত,

এত [illegible] বসে [illegible] যেমন

[illegible] মধুর সংগীত।

আঁধার [illegible] যত বেদন

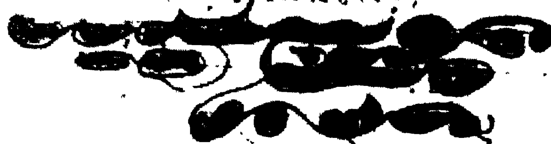
আমার [illegible] বল পুছিলাম,

[illegible] শুনবে বড়

[illegible] প্রাণ

আমার [illegible] শর্বরীতে

তোমার বাঁশরি বেজে,



তোমার মোর ভালোবাসা

ঢুকিতে তরী-মানা।

শিলং
[illegible]
১৩২৯

আমারে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমারে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে
সে কি অমনি হবে!
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণ রসে
সে কি অমনি হবে?
আমারে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে?
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন
সে কি অমনি হবে।

সিন্ধু :-

কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে?
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে?
প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু, সুখের বন্ধু দুখের বন্ধু—
~~কে বলেছে এই অধীনের দুঃখ বইতে?~~
(তোমায়) দেব না দুখ পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে।
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তাঁদের কাঁদি মাঝের মাঠে -
বলতাম তোমায় চাই!
তোমায় চাই সুখের মাঝে, তোমায় চাই দুঃখমাঝে -
তোমায় চাই সমারোহ মাঝে তোমায় তোমায় চাই।
তুমি দিলে মাতৃ প্রহর তোমায় চাই, তোমায় চাই -
'শুধু' দিলে কাঁদার প্রহর তোমায় চাই তোমায়ই!
আমাদের কোলেতে, তোমায় চাই হাসিমুখে
ঘরে দিলে সব ঘরের সুখে তোমায় চাই তোমায় চাই;
আমারি কাছে আসেন যেমন তোমায় চাই তোমায় চাই -
তুমি দিলে বেদনা দেবে আমায় - তোমায় চাই তোমায় চাই,
তোমায় চাই ফুলে ফলে, তোমায় চাই ধুলো ধুলোয়,
তোমায় চাই সন্ধ্যাকালে চন্দ্র আলোর আলো-আঁধারি।

১৬ই চৈত্র ১৩৭৫

কোথায়

কোন্ আদিকাল হতে
জানি জানি
সকালে সাঁঝের

সহসা মনে প্রিয়,
কত যুগ পার
রেখে গেছ প্রাণে
কত স্বাক্ষর।

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।

কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষন।

২০ চৈত্র ১৩১৯
বোলপুর

দেখাতে আমায় যাও
আমার নিমন্ত্রণ।
ওগো, [illegible] (হল ওগো হল)
মধুর জীবন।

যবে আমার কানের দুলে
সাথী ফিরবে রোদের দুলে
বরণ আমার [illegible] (সখীর) সুরে
হয়েছে মগন।
[illegible] (তোমার যাওয়া দিনের ...)
[illegible] (আমি) চমকায় আঁখি —
মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠায়
প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হয়েছে কি, ওই
সন্ধ্যা দীপে তোমায় দেখি!
চমকি শুনি যায়
এ মোর বিভোর!

৩০শে
আশ্বিন
শিলাইদহ

আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো—
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো।

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখির বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।

তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত
বুলালো বুলালো।

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে ~~জাগিছেন~~ জাগেন একা
সেথাকার দ্বার খোলো হে ভক্ত
লভিব তাঁহার দেখা।
শুনেছি কেবল বাহিরের কথা
শুনিনি গভীর গোপন বারতা
নীরবনিভৃত সন্ধ্যাবেলার
আরতি হয়নি শেখা।
কঠোর কাঁদিয়া কাহিনী মোর
আমারে দেখাতে হবে —
পূজার থালায় জীবনপ্রদীপ
কেমনে সাজাতে হবে!
~~যেথা নিখিলের [illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
সেথায় কেমনে জ্বালিয়া আনিব
একটি জ্যোতির রেখা!

ভৈরবী

নিভৃত
প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার
আজ লব তাঁর দেখা।
সারাদিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয় নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি —
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজা-লোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা।

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!

ওগো সাধক ওগো প্রেমিক ওগো
পাগল তুমি ধরায় আস।

এই অকূল সংসারে –
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে
ঘোর বিপদ মাঝে
(তুমি) কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস ॥

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন, ব্যাকুল করে
(ওগো) কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস!

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

তোমারে রেখো না বাঁধি [তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে]

বৃথা বিড়ম্বনা তারে [কোরো না বিড়ম্বিত তারে]

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,

আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,

এই (সংগীতমুখর আকাশে) [এই সংগীতমুখরিত গগনে]

(গন্ধ বিকাশিয়া তোলো) [তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো]

এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে

দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে

আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে

দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া

আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে

দখিন পবন কর হানে [মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে]

দ্বারে দ্বারে মাগে [কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে]

আজি সৌরভবিধুর বিভাবরী [এই সৌরভবিহ্বল রজনী]

কোন চরণে নিবিড় নমনে, [কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে]

ওগো সুন্দর, বল্লভ, স্বামী, [চিরসুন্দর]

তুমি ডাকিছ কারে? [তব গম্ভীর আহ্বান]

২৬শে চৈত্র

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে, —
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

জ্যৈষ্ঠ
১৩২৭

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে
সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে,
যত বাঁধন সব টুটে গো যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।

বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে তোমার দানে

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর
এ জীবনে যা কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
২৮ অগ্রহায়ণ
১৩১৬

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো॥

৭ই আষাঢ়
১৩১৭

হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!

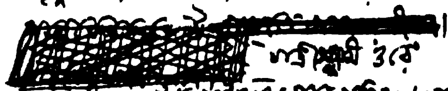
২৭ আষাঢ়
১৩৩৭

প্রণতি।

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

অহঙ্কার ত পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে —
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
ঐশ্বর্যে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথা আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।

যাত্রী আমি ওরে —
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবি মিছে, —
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানবে আমায় নীচে
ছিন্ন হয়ে কোথায় যাবে পড়ে।



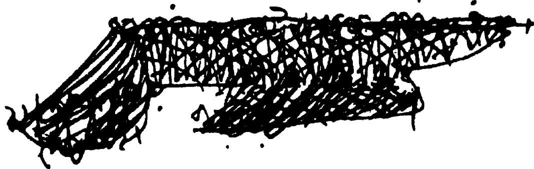
যাত্রী আমি ওরে
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে।

দেহ দুর্গে খুলবে সকল দুয়ার, —
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার, —
ভালোমন্দ কাটিয়ে হব পার —
চলতে রব লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।



যা কিছু ভার সকলি যায় সরে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ টানে
কাহার বাঁশি এ কি গভীর স্বরে;



যাত্রী আমি ওরে —
বাহির হলেম না জানি কোন ভোরে।
তখন কোথাও গায়নি কোনো পাখী,
কি জানি রাত কত যে ছিল বাকী,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি
জেগে ছিল অন্ধকারের পরে।

যাত্রী আমি ওরে
কোন দিনান্তে পৌঁছাব কোন ঘরে।
কোন তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু নয়ানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।

২৬শে শ্রাবণ.
গোরাই নদী।

ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি
শুনতে কি পাস দূরের থেকে পারের বাঁশি উঠছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটে এসে?
সেথায় সন্ধ্যা অন্ধকারে দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি?

যেন আমার লাগছে মনে
মন্দমধুর এই পবনে,
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি
যেগুলি তার নবীন আছে
এইবেলা নে সাজিয়ে সাজি।

৩০ শ্রাবণ
১৩১৭

জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম
এমন ধন আর নাহি যে তোমাসম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি —
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি।

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে।

২২ শ্রাবণ।

একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।
ঘনশ্রাবণ মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন-দ্বারে।
নানা সুরের আকুলধারা
মিলিয়ে দিয়ে, আত্মহারা
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী
তেমনি, সারা দিবারাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।

২৩শে শ্রাবণ
১৩১৭

শান্তিনিকেতন

আমাদের শান্তিনিকেতন।
সে যে সব হতে আপন।

তার আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন।
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকি কানন।
আমাদের শান্তিনিকেতন।

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায়না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে একতানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে একমন।
আমাদের শান্তিনিকেতন॥

৭ই পৌষ
১৩২৬

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে
বাতাস বহে সুমন্দ।

সারা দিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রহি একা।
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে সুগন্ধ।

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা করে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি।
ঐ জল উঠেছে ছলছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে।
ঐ মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস?
ওরে সকল বাতাস সকল আকাশ
আজি ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি।

সেদিন ফুটল যখন কিছুই জানি নাই
আমি ছিলাম অন্যমনে।
আমার সাজিতে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপনে দেখে চমকে উঠি চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে।
ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে,
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে ত নেই সে,
আমারি সে আপনারি সে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয় উপবনে।

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে।
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবনসমর্পণের গান
গাব নীরব অবকাশে।

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্‌!
ভোরের আকাশ রাঙা হলরে
আমার পথ হল সুন্দর।
কি নিয়ে বা যাব সেথা
ওগো তোরা ভাবিস্‌নে তা,
শূন্য হাতেই চলব, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর।

মালা প'রে যাব মিলনবেশে
আমার পথিকসজ্জা নয়।
বাধাবিপদ আছে মাঝের দেশে
মনে রাখিনে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরী
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

কে গো অন্তরতর সে -
আমার চেতনা আমার বেদনা,
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।
সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কতদিন আসে কত যুগ যায়,
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি, কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে আমি কব !
তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে
উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস বিভাবরী,
হলনা সারা, কতনা যুগ ধরি
কেবলি আমি লব।

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে —
[illegible] [illegible] [illegible] প্রাণে
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।
যেশাখায় ফুল ফোটেনা ফল ধরেনা একেবারে
[illegible] তোমার বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।

১৫ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

এল [illegible] ডিঙিয়ে দিলেম না
[illegible] সুদীর্ঘ উপবাস —
যে আর্তি আমারে তুমি দেখ
অবারণের মত ?
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু
নাই যে সেথায় ছায়াতরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়
এমন ভাগ্যহত।
যখন আলসেতে বসে ছিলেম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমার কত ব্যথা
লেগেছে পায়ে পায়ে।
তবু ঐ বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার
গভীর হৃৎক্ষতে।

২৩ ফেব্রু
শান্তিনিকেতন

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

এই তোমারি পরশরাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রৈল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর
সুন্দর, হে সুন্দর॥

৩১ বৈশাখ
রামগড়
হিমালয়।

~~[illegible]~~

[illegible]আর   নিত্য আশা বারেবারে
ওরে ভোর   সঙ্গে সে কেউ যাবে নারে।
এ তোমার   রাত্রিশেষের ভোরের পাখী
তোমারেই   একলা কেবল গেল ডাকি
যা রে তুই   নিজের পথে চলে যা রে।
ওদের ঐ   হাসি খুশি শিশির রাতে
ওরা যে   চোখের জলের অপেক্ষাতে।
সেইখানে   পারবে না সে আঁখির নিশা
তোমার এই   ভোরের ফুলের আলোর দিশা,
মেলে তাই   ভেসে আছে পূবের পারে॥

সই চাই
সুকুমার

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়,
জয় হে তোমার জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
জয় হে তোমার জয়।
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাট সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়
তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ, এস এস নির্দয়
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল এস এস নির্ভয়
তোমারি হউক জয়।
প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

৩০ আশ্বিন
১৩৩৯
এলাহাবাদ

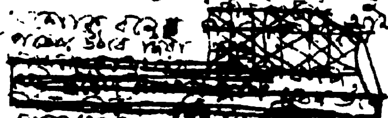
তোমারি কাছে
মেনেছি ?
সয়েছি।
মাঝে দুজনে আছি
জেনেছি —
জেনেছি।
আপনাকে তাই
এনেছি
এনেছি

এবার আপন
হার মেনেছি
মেনেছি।
সকল প্রাণ অন্তরে
জেনেছি —
জেনেছি।
তোমার
সকল মাথা পেতেছি
পেতেছি ॥

সুরুল
১৩ ফাল্গুন

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

অশোক বনে আমার হিয়া
পুরব পবন উঠবে মাতি



বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক ধনে
কান্নাহাসির বন্যানীরে
উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

১৩ ফাল্গুন

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে?
ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ খ্যাপামির নেশায় পাওয়া?
ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে॥
কোন্ খ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগর নীর?
সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্‌রে সোজা, ফেল্‌রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোর প্রাণে,
[illegible] [illegible] [illegible] কোন্ গানে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাণী
[illegible] [illegible] [illegible] তোমার কাছে
সেই [illegible] সুরের [illegible]
উঠল ফুটে একটি [illegible] গান —
[illegible] [illegible] মিলেছে মোর মাঝে ॥

ভেবেছিলেম [illegible] সকালে বলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে,
পাখির গানে আকাশ গেল পুরে,
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে
যত প্রয়াস করি পরাণ-পণে —
[illegible] [illegible] আপন মনে ॥

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাইতো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাল্গুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥

ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে,
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে,
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে ॥

২৪ বৈশাখ
১৩২৬

হায় গো,

ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায়, যায় গো

সুর হারালেম অশ্রুধারে।

তরী তোমার সাগরনীরে,

আমি ফিরি তীরে তীরে,

ঠাঁই হলনা তোমার সোনার তরীতে

পথ কোথাও নাই অন্ধকারে॥

হায় গো,

নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো,

চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে।

যে ঘরে ঐ প্রদীপ জ্বলে

তার ঠিকানা কেউ না বলে,

বসে থাকি পথের নিরালায় গো—

চিররাতের পাথারপারে॥

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি,
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ
দোলে আসি।
দিবানিশি আমিও যে
ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এ মন ভোলায় কখন
তোমার বাঁশি॥

আমার সকল কাজই রইল বাকি,
সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।
আমার গানে তোমায় ধরব বলে
উদাস হয়ে যাই যে চলে
তোমার গানে ধরা দিতে
ভালোবাসি॥

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার
গানের বাণী।
দিনে দিনে ভাসাই, গানের
তরীখানি।
স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে
সুদূরে কোন্ যাবে দেশে
কোনো ঘাটে ঠেকবে কিনা
নাহি জানি।
না হয় ডুবে গেলোই, না হয়
গেলোই বা।
না হয় ভুলে পড়লো, না হয়
ফেললই বা।
অজানার, সারি সারি
দুলের এই খেলার কড়ি,
খেলাতেই আমার মন
ভরে আনি।

আমায় দাও গো বর, —
সে কি তুমি
আমায় দাও দোলার অশান্তি দোলায়।
দুঃখের ঘাই, পিছে থেকে
আঘাত দিয়ে নিয়ে যে
ঢেউয়ে তোলে —
সে কি তুমি
দাও দোলার অশান্তি দোলে।
সুখের তরীতে এই নায়ের ভয়, —
জানিস নে এ কিছু নয়।
সুদূর আঁখি, উঠে হেসে
দোলা যে দেয়, সবার এসে
তীরের কোলে,
সে কি তুমি
আমায় দাও দোলার অশান্তি দোলে ॥

বুঝাবে কি বুঝি নাইবা
সে তর্কে কাজ নাই।
ভালো আমার লেগেছে যে
রইল সেই কথাই।
ভোরের আলোয় নয়ন ভরে
নিত্যকে পাই নূতন করে,
কাহার মুখে চাই।
প্রতিদিনের কাজের পথে
করব আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান
করেছে আনমনা।
হৃদয়ে মোর কখন জানি
পড়ল পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই।

দিন অবসান হল।
আমার আঁখি হতে অস্তরবির
আলোর আড়াল কোরো ।।
অন্ধকারের বুকের কাছে
নিত্য আলোর আসন আছে
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো ।।

সব কথা সব-কোলাহলের শেষ
এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।
স্তব্ধবাণীর হৃদয় মাঝে
গভীর বাণী আপনি বাজে
সেই বাণীটি আমার কানে বোলো।

[illegible]

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে
শুনতে কি পাও গো?
আমার চোখের পরে আভাস দিয়ে
যখনি যাও গো?
রবির কিরণ নেয়ে যে চাঁদনি
ফুলের বুকের নিবিড় বাণী,
আমার প্রাণের সে গান তুমি
তেমনি কি পাও গো?
আমার উদাস হৃদয় যখন আসে
বাহির পানে
আকাশমাঝে যে দেয় উড়ায় সে
সকল আমার।
কচি পাতার প্রথম পাতে
কি কথা কয় আলোর সাথে,
আমার বুকের তেমন কথা
শোনো যে পাও গো!

ওগো কোথা আছে কোন্ ছন্দের ওপারে যাওয়া।
ওপারে আছে কোন্ অরণ্যের পাগল হাওয়া॥
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥

কোন্ ফাগুনে যে ফুল ফোটে হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুল তলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান গাওয়া॥

আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে —
জেনো জেনো
আমার মন রয়েছে তোমায় চেয়ে।
পথের ধারে আসন পাতি,
তোমায় দেবার মালা গাঁথি,
তাই ত আছি সারা হয়ে
চলে গেল যাত্রী সবে
নানান পথে কলরবে॥
আমার বেলা এমনি করে
আপন হাতে সাজি ভরে,
আপন মনে গেলেম গেয়ে॥

আমার দোসর যে জন ও গো তারে
কে জানে!
একতারা তার দেয় কি সাড়া
আমার গানে
কে জানে!
ওপার নদীর ঢেউ
~~ওরা~~ জানে কি কেউ
যায় বয়ে যায় কাহার পানে —
কে জানে!

যখন বকুল ঝরে,
আমার কাননতলে পাতায় তারে,
তখন কে আসে যায়
কি জানায়,
কে আঁকি তার ভাব আনে
কে জানে।

কোথা হতে শুনতে যেন পাই
আকাশে আকাশে বলে "যাই"।
যাওয়া যাওয়া ভাসে ভাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাস
হায় দেরি নাই, দেরি নাই।
কত দিনের কত কথা
হারায় ছড়ায় অলক্ষিতে।
চলে যাওয়ার পথ বেয়ে
সেদিক পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই॥

আমরা যা চাই তাই চাই, আমার
পাবো না তার।
আমার যায় বেলা বয়ে বয়ে কেবল
দিন কাটালো।
এই পাগল হাওয়া
কি গান গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি
শরতে সাজায়॥

সোনার আমার পাগল হাওয়া
দিনের মাঝে
আমি ফিরেছি খুঁজে বেড়াই
ঘরের দুয়ারে।
ঐ আকাশ ছোঁওয়া
সাগর ছোঁওয়া
মেঘ করে যাবে আজি
তোমার নয়নে।

আমার মনের কোণের বাইরে
জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে।
কোন্ অনেক দূরে
উদাস সুরে
আভাস যে কার পাই রে —
আছে আছে নাই রে।
আমার দুই আঁখি হল হারা
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায়
ছুঁয়ে যে যায়,
কাঁপে হৃদয় তাই রে —
গুনগুনিয়ে গাই রে।

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব-খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন্ সকালে।

সকালবেলায় বাদল আঁধারে
আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁধা রে।
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হেরো দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে।
২০ জ্যৈষ্ঠ
১৩২৯

প্রথম আলোর চরণধ্বনি
উঠল বেজে যেই
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার
উধাও হল সেই ॥
নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তারে করল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসীর
ঠিক-ঠিকানা নেই ॥
"সুপ্তি-শয়ন আয় ছেড়ে আয়"
জাগে যে তার ভাষা।
সে বলে, "চল্ আছে যেথায়
সাগর পারের বাসা!"
দেশ-বিদেশের সকল ধারা
সেইখানে হয় বাঁধন হারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা
জ্যোতিঃসমুদ্রেই ॥"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ পৌষ
১৩২২

দ্বারে কে দিলে নাড়া,

ওগো মালিনী?

কার কাছে পাবে সাড়া

ওগো মালিনী?

তুমিত তুলেছ ফুল, গেঁথেছ মালা,

আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা,

খুঁজে ত পাইনি পথ, আলো জ্বালিনি ॥

ঐ দেখ গোধূলির

ক্ষীণ আলোতে

দিনের শেষের সোনা

ডোবে কালোতে।

আঁধার নিবিড় হলে আসিবো পাশে,

যখন দূরের আলো জ্বলে আকাশে

অসীম পথের প্রীতি দীপশালিনী ॥

গান

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে
নিত্যনূতন সংঘাতে।
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়,
আলো-ছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
জীবন জুড়ে উঠল বেজে
দুঃখে সুখে শঙ্কাতে,
নিত্যনূতন সংঘাতে॥
তালে তালে সাঁঝ সকালে
রূপসাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান রং জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল ঐ মরণ বাঁচন
নাচন-সভার সঙ্গীতে
নিত্য-নূতন সংঘাতে॥

২৪ আশ্বিন
১৩৩০

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটের বটের ছায়ায়
সারা বেলা গেল খেলে।
গাইল কি গান সেই তা জানে
সুর বাজে তার আমার প্রাণে;
বলো দেখি তোমরা কি তার
কথার কিছু আভাস পেলে।
আমি তারে শুধাই যবে
“কি তোমারে দিব আনি”
সে শুধু কয় “আর কিছু নয়,
তোমার গলার মালাখানি।”
দিই যদি সে কি দাম দেবে
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে,
ফিরে এসে দেখি, ধুলায়
বাঁশিটি তার গেছে ফেলে॥

— । —

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে —
বলে শুধু বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।
আমি যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে
মুখ লুকালি মরি আমি সেই খেদে
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।
তোর অস্তরবির লিপি বুঝি তারায় লেখা,
আমারে তার অর্থ শেখা।
তোর প্রাণের বাঁশির তান সে নানা
সেই আমারি ছিল জানা,
আজ মরণবীণায় অজানা সুর নেব সেধে
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলোক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে।

বাদল প্রাতের উদাস পাখী
উঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে
পিছু ডাকে।

ভরা নদী ছায়ার তলে
ছুটে চলে
খোঁজে কাকে পিছু ডাকে।

আমার প্রাণের ভিতর সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের উতলাকে
পিছু ডাকে॥

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান –
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে
দেখবি কেমন রয় সে ভুলে।
সে ডাক বেড়াক বনে বনে,
সে ডাক শুনুক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে
ফিরুক দুলি।
সাঁঝ সকালে রাত্রিবেলায়
ক্ষণে ক্ষণে
একলা বসে ডাক দেখি ভাই
মনে মনে।
নয়ন তোমার উঠুক ভরি,
শ্রবণ রহুক পথের 'পরে,
থাকুক না সে ডাক গলায় গাঁথা
মালার ফুলে॥

—

তুমি খুশি থাকো আমায় চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে॥
তোমার পরশ আমার মাঝে
সুরের নাচে বুকে বাজে,
পুলকে তার ঝলক লাগে সকল ভুবন ছেয়ে ছেয়ে॥
ফিরে ফিরে চিরদিনই দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া ওঠে সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো
দুই আমারে লাগল ভালো,
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে॥

আমার যে-গান তোমার পরশ পাবে,
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
সুরে সুরে খুঁজি তারে
অন্ধকারে;
যে-আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
[illegible] মুক্তি প্রহর বৃথা কাটাই
[illegible] গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় দুখ সুখের তলায়
লুকিয়ে পলায়;
যে-গোপন বাণী তোমার দুয়ার পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥

তোমার চেনা গানের ডালা সেই তো তুমি নিয়েছিলে,
আমার দিন স্বপনবেলায় পথেই যেতে নিয়েছিলে ॥
মন বলে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিনু আকাশ ঘুরে
তখন তোমার চোখের সুরে আভাস দিয়ে গিয়েছিলে ॥
পরে বিদায় নিয়ে যাব চলে
মিলনপালার সাঙ্গ হলে
শরৎ আলোয় ধানের ক্ষেতে
এই কথাটি রইবে লেখা
এই সকালে এই শিশিরমাখা আলোয় দেখা দিয়েছিলে ॥

January, 1926.

17. Sunday [17—348]

Samvat.—4 Magh (Sudee), 1982. Fusleo.—18 Magh, 1333.

Beng.—3 Mágh, 1332,

Chaturthi 3-59 P. M.

আশীর্বাদ

উর্মিলাকে

দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা হৃদয়-আকাশে।
দোলফাগুনের চাঁদের আলোয় সুধায় মাখা সে॥
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে
স্বপ্নবেশের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে॥

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেবাকে
আশীর্বাদ

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিলো তারে বনবীথি
পাখীর কাকলী-গীতি,
ভরা হোলো ফুলের গন্ধে,
ফাগুনের নবীন আনন্দে॥

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙায় দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিলো তোমার সীমন্তে,
ফাগুনের নবীন আনন্দে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ ফাল্গুন
১৩৩২

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি
যে আছো অন্তরে।
স্বপন দুয়ার খুলে এসো
অরুণ আলোকে
মুক্ত এ চোখে ;
ক্ষণকালের আভাস হতে
চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে॥

দুঃখ সুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী
ফাগুন বাতাসে
বনের নিঃশ্বাসে,
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ
এসো বুকের পরে,
এসো আমার ঘরে॥

ফাল্গুন ১৩৩২

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি,
আমার মন কয়, চিনি, চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি,
আমার মন কয় চিনি চিনি॥

পারুল শুধাইল, "কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।"
কামিনী ফুলকুল বরষিছে,
পবনে এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে,
ঝিল্লী ঝনকিছে ঝিনিঝিনি,
আমার মন কয় চিনি চিনি॥

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা,
মনে হয় কেন, পুন তুমি দিলে দেখা,
বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা;
নব কিশলয়ে কোন্ ভুলে এল ভুলি
তোমার আখরগুলি॥

মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী
দখিন পবনে মাঝে দিলো আজি আনি
বিরহ ব্যথার প্রথম অশ্রুপানি;
মাধবী শাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি
তোমার আখরগুলি॥

সেই ভালো সেই ভালো
আমারে না হয় না জানো।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে,
কাছে কেন লাজে লাজাবে!
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর,
বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর,
থাক্‌-না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলনকুঞ্জ সাজাবে॥
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল এলোথেলো চুল
দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয় নি যে কথা
মর্মে আমার আছে সে বারতা,
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজাবে॥

অনেক কথা যাও যে বলে
কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা
দিয়েছি জলাঞ্জলি।
যে আছে মম গভীর প্রাণে
ভেদিবে তারে হাসির বাণে,
চকিতে চাহ মুখের পানে
তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই
ফিরিয়া যাই চলি॥

আমার চোখে যে চাওয়াখানি
ধোওয়া সে আঁখিলোরে।
তোমারে আমি দেখিতে পাই
তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে,
আপনি ঢাকা আপন কাছে,
নিজের অগোচরেই পাছে
আমারে যাও ছলি,
তোমারে তাই এড়াতে চাই
ফিরিয়া যাই চলি॥

আবেশ ঘুমে নয়ন চুমে,
স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায়॥
বনের ছায়া মনের সাথী,
বাসনা নাহি কিছু।
পথের ধারে আসন পাতি,
না চাহি ফিরে পিছু।
বেণুর পাতা মিশায় গাথা
নীরব ভাবনায়,
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায়॥

মেঘের খেলা গগনতটে
অলস-লিপি-লিখা।
সুদূর কোন্ স্মরণপটে
জাগিল মরীচিকা।
চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা
তৃণ আঁচল পেতে,
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা
ভাসায় বাতাসেতে।
কপোত ডাকে মধুকশাখে
বিজন বেদনায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায়॥

এ পথে আমি যে গেছি বারবার,
ভুলি নি তো একদিনও।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ?
তবু মনে মনে জানি, নাই ভয়,
অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়,
চিনিব তোমায় আসিবে সময়
তুমি যে আমায় চিনো।

একেলা যেতেম যে প্রদীপ হাতে,
নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে
ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল,
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল
সংকেত আছে লীন॥

দিন পরে যায় দিন, বসি পথপাশে,
গান পরে গাই গান বসন্তবাতাসে।
ফুরাতে চায় না বেলা
তাই সুর গেঁথে খেলা,
রাগিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আকাশে।

দিন পরে যায় দিন, নাই তার দেখা,
গান পরে গাই গান, রই বসে একা।
সুর থেমে যায় পাছে
তাই নাহি আসে কাছে,
ভালোবাসা বাধা দেয় যারে ভালোবাসে॥

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
আপনারি আবরণ?
খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার
আনন্দ নিকেতন।
মুক্তি না যদি থাকে মনে মনে
আকাশ সেও যে ঘেরে বন্ধনে,
বিষ-নিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ।
খেলে যে আগুন ঘুচিয়ে আঁধার,
আপনারে ফেলে দূরে।
সহজে তেমনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পুরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি,
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন॥

হে চির-নূতন আজি এ দিনের
প্রথম গানে
প্রাণ অবিনাশী উঠুক বিকাশি
তোমার পানে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
মোর মুখে দিক নির্ভীক ভাষা,
আশাহীন দীন ভরি দিক মন
তোমার দানে।
এ শুভ লগনে কাননে গগনে
অমৃত বায়ু।
আনুক জীবনে নব জনমের
অমল আয়ু।
জীর্ণ যা-কিছু, যাহা-কিছু ক্ষীণ;
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন,
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
আলোক স্নানে ॥



কুহু ও কেকা



"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN
BENGAL.

এ পারে মুখর হোলো কেকা ঐ,
ও পারে নীরব কেন কুহু হায়!
এক কহে, আরেকটি একা কই
শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়!
অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ
নিবিড় বিরহব্যথা বইয়াঁ
নিঃশ্বাস ফেলে মুহুমুহু হায়,
ও পারে নীরব কেন কুহু হায়॥

আষাঢ় সজল ঘন আঁধারে
ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে
আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে,
ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে!

ঋতুর দুধারে থাকে দুজনে,
মেলে না যে কাকলি ও কূজনে,
আকাশের প্রাণ করে হুহু হায়,
ও পারে নীরব কেন কুহু হায়॥



হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ।।

পরশরতন তোমার চরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ।।
যা কিছু মলিন, যা কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।।

বৈশাখ
১৩৩২

বিরস দিন, বিরল কাজ;
প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে।
একেলা রই অলস মন,
নীরব এই ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে।
এসেছ প্রেম এসেছ আজ
কী মহাসমারোহে।

কানন পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।

যেথা যে রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ওই বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎসম
ঘনঘুমের মোহে।
এসেছ প্রেম এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে॥

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনার ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক; জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি॥

সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে এই একলা রাতে,
তারে ডাকিস্ নে তোর আঙিনাতে॥
সুদূর দেশের বাণী ও যে
যায় বলে, হায় কে তা বোঝে,
কি সুর বাজায় একতারাতে॥

কাল সকালে রইবে না তো,
বৃথাই কেন আসন পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে তাহার গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে॥

বল্টিক সমুদ্র
১৯২৬ ৮ সেপ্টেম্বর

আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন
চিনতে পারে
তাই ভাবি যে বারে বারে ॥

গহন রাতের চন্দ্র তোমার
মোহের ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে।
প্রভাত বেলার সূর্য, জ্যোতির
তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে ॥

বসন্ত যায় পরান ভুলায়
ছন্দে ছন্দে
বৈশাখী ঝড় গর্জি' উঠে
রুদ্ররূপে ॥
শ্রাবণ-মেঘের নিবিড় সজল
কাজল ছায়া
দিগ্ দিগন্তে ঘনায় মায়া।
আজিকে এই অমল আলোর
কিরণ ভরে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তি পারে ॥

নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার।
জানি, জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার।
ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার॥

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে।
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব, নদীনির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার॥

মুনিক
১৮ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

ভালোলাগার শেষ যে না পাই
প্রহর হ'ল শেষ।
ভুবন জুড়ে রইল লেগে
আনন্দ আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোনাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে
কোথায় নিরুদ্দেশ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের
গন্ধ হাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে
সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে
অসীম গানের রেশ॥

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি
কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায়
ছিলাম তোমার গলে।
যখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুমভাঙার চোখে মোর লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা
বেজেছে জলে স্থলে॥

আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে
লুপ্ত আলোয়, পাখীর সুপ্ত গানে,
শ্রান্তি আবেশে যদি অবহেলায়
ঝরে ফুল ধূলাতলে,
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
দিয়ো দিয়ো তব উড়ায়ে চলুক তারে,
ধূলায় ধূলায় দীনহীন
না থাক সে পলে পলে॥

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে?
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে।।
তারি বাণী দু হাত বাড়ায়
শিশুর বেশে,
আলো তাহার ডাকে তোমায়
বক্ষে এসে।
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ঐ
কুসুমবনে।।

কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে?
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের
বাহির দ্বারে।
তার আলো যে সকল পথের
ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপনরূপে
জনে জনে।।

প্রাগ
১২ অক্টোবর

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি,
অলস যেন না রয় ডানা দুটি।
ওরে পাখি, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি॥

জানিস নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস গেয়ে গেয়ে।
জানিস নে কি ভোরের আঁধার মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রবে না যে,
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি॥

ভিয়েনা
২৩ অক্টোবর
১৯২৬

পথ এখনো শেষ হল না,
মিলিয়ে এলো দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে ঐ
সমুখে কাল আঁধার রাতি।
এবার তোমার পিদিম আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
পথের মাঝে, পথের সাথী॥

ভালো করে মুখ যে তোমার
যায় না দেখা, সুন্দর যে।
দীর্ঘপথের দারুণ গ্লানি
তাই যে আমায় ঢাকিয়ে রাখে।
হয়নি দেখা, হয়নি চলা,
মনের কথা যায় না বলা,
সেই কালিমা জ্বলবে এবার
তোমার বাতি আমার বাতি॥

ত্রিবান্দ্রম্
২৭ অক্টোবর

চাঁদি আমি লুকাই কি কি
পথের মাঝে মাঝে?
সাত সাগর কি দূ কি দূর
তোমার দেশের দ্বারে?
ঐ যে তোমার ঘাসের
নানা বর্ণে বর্ণে ফিতা
নানা সুরের মধ্যে লোক
দিলেম লাগে লাগে॥
সবাই যেন মোর লাগেও না
তুমি দলে দলে।
পথের দাঁড় ঘুমিয়ে ঘরে
ঐ দূর গেছে দূরে।
মিলন-কাঁপুনি ভিজেডোর
পৃথিবীর জোয়ারে
নানা দিক ধরলে দিয়ে
সকালেতর পারে॥

২৪ নভেম্বর
ডার্ব্বেনিস্

মত্ত যত শক্তি যত
মিথ্যে হতে মিথ্যে,
নিমেষের [illegible]
পড়ে রবে নীচে।
কি হোলো না, কি পেলেম না,
কে তার শোধে কি দেনা
সে সকলি মরীচিকা
মিলাইবে পিছে।
এই যে দেখিলে চোখে
অপরূপ ছবি,
সুনীল জলের প্রান্তে
প্রভাতের রবি
এই তো পরম দান
ভরা লইয়াছে প্রাণ,
সত্যের আমন্ত্রণ
এই তো জাগিছে॥

যা পেয়েছি প্রথম দিনে
সেই যেন পাই শেষে,
দু' হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই
শিশুর মত হেসে।
যাবার বেলায় সহজেরে
পাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
মূল্য যাহার অন্ত সেই
সেথায় দাঁড়াই এসে।
খুঁজতে যারে হয় না কোথাও
চোখ যেন তায় দেখে।
সদাই কাছে আছে তারি
পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে
তারেই যেন যাইগো বলে.
" এ জীবনে ধন্য হলেম
তোমায় ভালোবেসে॥

২৫ নভেম্বর
দার্জিলিঙ্

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবন গানে।
গগনে তব বিমল নীল,
হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে॥
বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীতি-ভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মত সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে॥

২ মাঘ

22. Sunday [234—131]

Samvat.—14 Sawun (Sudee), 1983. Fuslee.—28 Sawan, 1333

۱۲ صفر المظفر ۱۳۴۵ Beng.—5 Bhadra, 1333

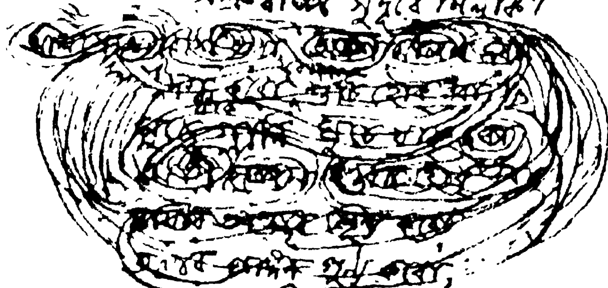
তাপস নিঃশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে

এসো এসো এসো হে বৈশাখ।

বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।

যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি

অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।



মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা,

অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি দাও আসি

আনো আনো, আনো প্রলয়ের শাঁখ

মায়ার কুজ্ঝটি জাল যাক দূরে যাক।

শীতের বনে কোন্‌ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে ॥

আম্‌লকি-ডাল সাজ্‌লো কাঙাল,
খসিয়ে দিলো পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি'
যায় যে চলে ॥

সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাইতো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুমকো লতা।

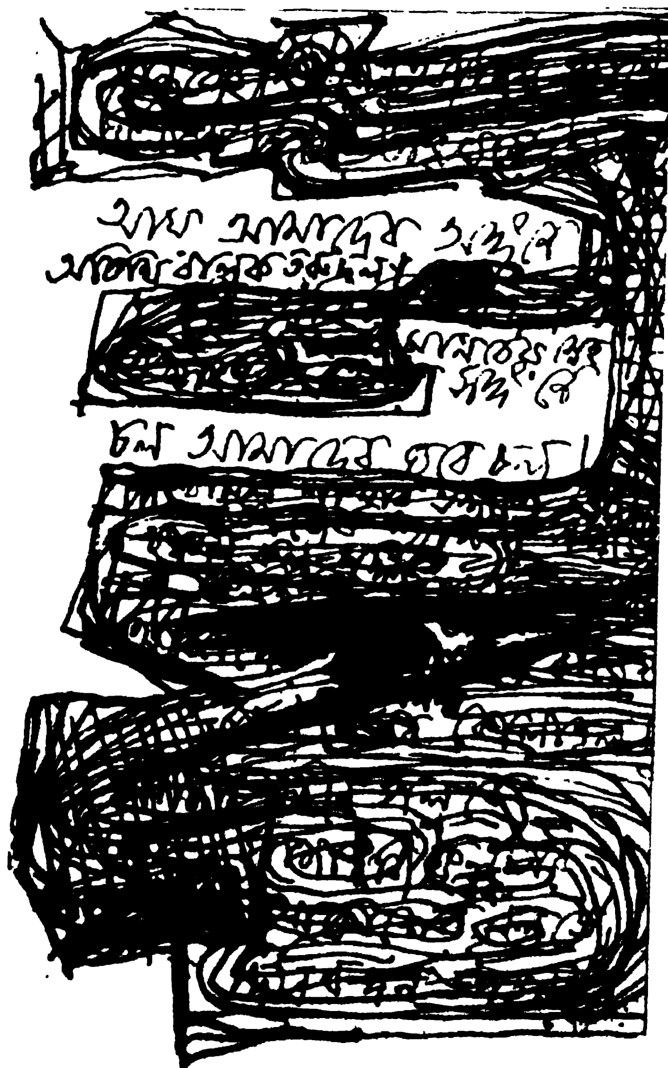
উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাত্‌লো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কার
অট্টরোলে ॥

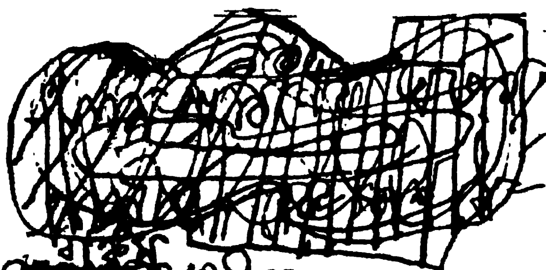
পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে।
কি অচেনা কুসুমের গন্ধে,
কি গোপন আপন আনন্দে
কোন্ পথিকের কোন্ গানে
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে॥
সহসা দারুণ দুখতাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন,
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে,
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে॥



আমার   নয়ন তোমার নয়নতলে
            মনের কথা খোঁজে।
সেথায়   কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
            পথ হারালো ও যে।
নীরব দিঠি শুধায় যত,
পায়না সাড়া মনের মত,
    অবুঝ হাসে, কাঁদন ভোলে
        অশ্রুনীরের সঙ্গে॥

তুমি   আমার কথার আড়াল খানি
            পেয়েছ কি মনে ?
এই যে আমি মানা মানি
            তার মানে কেউ জানে ?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় সুধা দিইলে পেতে,
    ফাঁকি বিছায় বিভেদ ছায়া
        তার আভাস কেউ জানে ?





শ্যামল বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল-সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল ॥
তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার।
দে পবনে বনবল্লভে
মর্ম্মর উপহার
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্ব্বাদের স্পর্শ নে
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল ।

এবার বুঝি ভোলার বেলা হোলো -
ক্ষতি কি তাহে যদি বা তুমি ভোলো।
যাবার রাতি ভরিল গানে
সেই কথাটি রহিল প্রাণে,
ক্ষণেক তরে আমার পানে
করুণ আঁখি তোলো।
সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঁঝে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশ মাঝে।
এই যে সুর বাজে বীণাতে
যেখানে যাব রহিবে সাথে,
ওদিকে তবে আপন হাতে
বিদায় দ্বার খোলো॥

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।

এ কথা [illegible] আর [illegible] ঘুচিতে,
[illegible] নিখিলের মাধুরী-রুচিতে,
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে॥

সে কথা [illegible] পিছনে,
[illegible] অম্বুরে [illegible]
[illegible] আমি [illegible]
স্বপন-বেদনার [illegible] হঁ [illegible] সে,
দেখিতে মনে মনে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো
ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে
মর্ম্মর মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হতে বেদনে।
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,
যে বাণী নীরব নয়নে ॥

একদা এসে ছেড়ে' তোমার দুটি
ঐ ঝাঁপি মাঝ সেঁজুতি জ্বালি দিয়া।
তোমার পাশে একটি মল্লিকাটি
গেঁথেছি ঐ পুষ্পে জড়িয়া।
মধুযামিনী চাঁদনীতে তলে
দীর্ঘ নদী প্রান্ত ঘিরিয়া চলে,
বেণুধ্বনি তোমার কোলাহলে
উঠিছে কাঁদিয়া ॥

মধু তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ঢুলু মাধবী মঞ্জরে।
পূর্ণমাসীর দলে বসে ফুটি'
এ যৌবনের প্রফুল্ল চাঁদে।
তবু হাওয়ায় শিথিল মঞ্জরী
গোলক চাঁপা একটি দুটি ঝরি'
পায়ের কাছে পড়িছে মরি মরি
তোমারে নমিয়া ॥

ঘাসের মাঝে পতিত কাঁচপোকায়
দোদুল দোলে সঙ্গীতে চঞ্চলি।
আকাশ চাঁদে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণ অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছনে ফেলে সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে কাঁদিয়া ॥

২৭ বৈশাখ
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুবার স্মরণ সমারোহে; শেষ পর্যন্ত
স্মরণ সমারোহেই
দুবার (আমার কোনো অভিমান নেই, নেই
কেবু মনে?) স্মরণ সমারোহে — গাতি

২বার বিরহ দিনগুলো কাব্যে সাজানো
দুবার (বিরহের দিনগুলো [illegible]
স্মৃতিমালা)
বিরহ দিনগুলো শেষ পর্যন্ত

যে গিয়েছে . . . চাইবে
দুবার (সে যে কোথায় আর কোন পথে গেছে — জানো না)
যে গিয়েছে তোমার চাইবে — বলো বাঁশি
দুবার (তবু তোমার সময় পাইনে ২বার)
দূরে দূরে রবে।

স্মরণ তোমার ইত্যাদি —
তোমায় ভেবেছি — বিস্ময় —
বেদনা ভরেছে আছে —
২বার (তার না-বলা কথার বোঝা ইত্যাদি)
বেদনা ভরেছে শেষ পর্যন্ত

— । —

বর্ষণ [illegible] অন্ধকারে
এসেছি তোমারি এ দুয়ারে
পথিকেরে লহ ডাকি
তব মন্দিরের এক ধারে।
বন পথ হতে সুন্দরী
এনেছি মল্লিকা মঞ্জরী, [illegible]
তুমি লবে কিনা
মনে রেখেছি এ দুরাশারে।
কোনো কথা নাহি বলে
ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে।
ঝিল্লিমুখর নিশীথে
পথে যেতে যেতে বাঁশরীতে
শেষ গান গাইব তোমা পারে
শেষ উপহারে

একদিন ছিল মোর তার

মোহছবি

সে যে ছিল মোর

অন্তরালে রয়েছে গোপনে।

নবারুণ আলো ঢাকে সন্ধ্যার কালো অবগুণ্ঠন।

ঢেকে রেখেছ রেখেছ মায়া কুহেলির মলিন আবরণ

আজ গাঁথুক মালা যে গাঁথুক মালা

তার দুঃখ রজনীর অশ্রুমালা।

কবে অতিথি দুয়ারে আসিবে

নিবে বরমালা তার ললাটে।

আছি জ্বালায়ে প্রদীপ চির অপরিচিতা

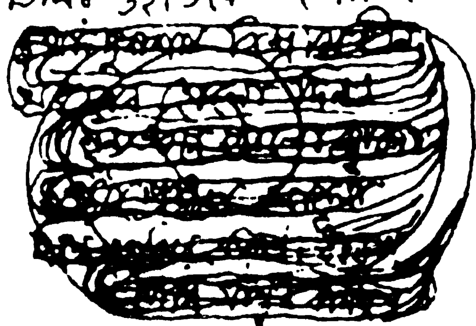
পরিচয়ের শুভ লগন লাগি॥

যাব আমি দেখাশোনার
মেলাতে আর সবার
ক্ষণিক মরণ মরতে।
আমাকে মোর ভোলানো কাজ করতে
আমাকে আমি অলক্ষ্য তরে চলেছি তাই মরতে।
অচিন কূলে পাড়ি দেব,
আলোকলোকে জন্ম নেব
মরণরসে অলখ-বেণুকা
প্রাণের কলস ভরতে॥
সকল কালের অরুণ হাসির ধারায়
রঙিন আবীর মায়ায়।
আমাকে না হয় একটি বেলার
ছাড়তে মাটির দেহের খেলা,
সাথেই দেশে যাব উড়ে
সুরের ঢেউ ধরতে॥

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারিনি,
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।
শুভক্ষণে কাছে ডাকিলে
লজ্জা আমার ঢাকিলে
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায়
আমার মূল্য আছে
এ নিরন্তর সংশয়ে হায়
পারিনে যুঝিতে —
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে॥

৮/১২/৩৮

আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে
বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় লয়ে
আছি তোমার পানে চেয়ে
গহন তিমির গুহাতলে যাই নামি যে।



তোমারি নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে
তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে।
দিন-অবসানে
যেন নীড়ে ফিরে শ্রান্ত পাখি
তমস্বিনী মাঝে।

Fuslee.– Sraban, 1345. Mus.—Jamadi-us-Sanee, 1357.
Samvat.—Sraban, (Sudee). 1995. Beng.—Sraban, 1345.

8 Monday [220—145]

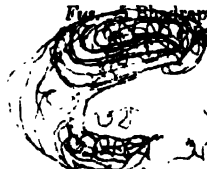
Fus.—27 Sraban. *Sam.*—13 Sraban (S). *Mu.*—11 Jamadi us-Sanee
Beng.—23 Sraban, *Trayodasi.*

আজি দক্ষিণ পবনে
দোলা লাগিল বনে বনে।
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল
মঞ্জীর ধ্বনি
উঠে অন্তরে রণরণি
অকারণ বিধুর কত কান্দনে।
মাধবী লতায়
ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে
প্রলাপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখায়
দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়
উৎসব আমন্ত্রণে॥

Fuslee.—Bhadrapada, 1345. Mus.—Jamadi-us-Sanee, 1357.
Samvat.—Bhadrapada, (Budee). 1995. Beng.—Sraban, 1345.

16 Tuesday [228—137]

Fus.—5 Bhadrapada. *Sam.*—5 Bhadrapada (B). *Ms.*—19 Jam-us-S.
Ben.—31 Sraban, *Panchami*, 1-46 *d.*



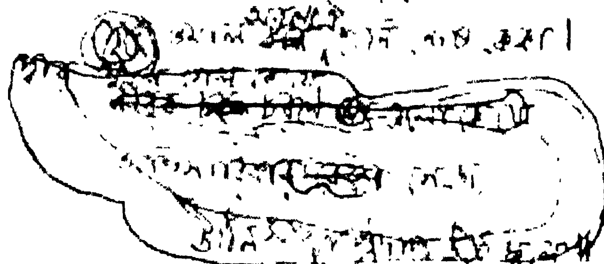
ওগো স্বপ্ন স্বরূপিনী
অভিসারের পথে পথে
সেদিনের স্মৃতির দীপ জ্বালা।
মাধবী বনে
আজো তেমনি ফুল ফুটেছে
তেমনি গন্ধ ঢালা।
আমি তন্দ্রাবিহীন রাতে
ঝিল্লি ঝংকারে
তব স্মৃতি পবনে
অশ্রুলেখা অক্ষরে
কাঁদে
আমি সবুজে বাঁশি
যেন হৃদয় কন্দরে
আবেগ বিহ্বল সুরে।
বিকচ মল্লি মালে
তোমারে স্মরি
রেখেছি ভরিয়া ডালা।

তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হোলো চরণপাতে।
আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমণির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে॥
তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার,
মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে
ছিন্ন যবে হোলো তার
ফেলে গেলে ভূমি পরে।
নীরব তাহারি গান
আমি তাই জানি তোমারি দান
ফেরে সে ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়
সুরহারা মূর্ছনাতে।
৩।৩।৩৯।

Faslee.—Kartik, 1346.
Samvat.—Kartik, (Sudee), 1995.
Mus.—Ramzan, 1357.
Beng.—Kartik, 1345.

26 Wednesday

Fus.—17 Kartik. *Sam.*—3 Kartik (Sudee). *Mus.*—1 Ramzan.
Beng.—9 Kartik. *Tritiya*, 3-16 d.



Fuslee.—Kartik, 1346. Mus.—Shaban, 1357.
Samvat—Kartik, (Budee). 1995. Beng.—Kartik, 1345.

23 Sunday [296—69]

Fus.—14 Kartik. *Sam.*—15 Kartik (Budee). *Mus.*—28 Shaban.
Beng.—6 Kartik, *New Moon*, 2-23 d.

এসেছিনু দ্বারে তব
শ্রাবণরাতে
কেন
প্রদীপ নিবালে অঞ্চলঘাতে।
অন্তরে কালো ছায়া পড়ে
আঁকা।
বিমুখ মুখের ছবি
মনে নিয়ে থাকা।
কেন দিলে না মাধুরী কণার
হায় কৃপণা।
ভুবন মাঝে
বিরাজে
তারি লিপি
দিলে না হাতে।

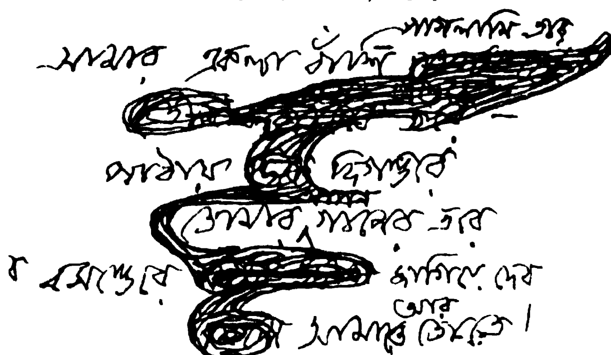
7 Sunday [219—146]

Fus.—26 Sraban. *Sam.*—12 Sraban (S). *Ms.*—10 Jamadi-us-Sanee
Beng.—22 Sraban, *Dwadasi* 5-24 n.

~~[struck out]~~ নাহি, নাহি মোর বাণী।
শুধু হৃদয় ছড়ায়ে আকাশে
নীরব চাহিতে ~~[struck out]~~ জানি।
আমি এসে ভিখারী
আলোকেরি
মেলিয়া আপন ডালা
নিখিলের আশায় নিঃশেষ পথ চাহি
তুমি যবে বাজাও বাঁশি
সুর এসে ভাসি
নীরবতার গভীরে
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি
তোমারে তবু দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পাবে সুরের তীরে
মধুর অন্তরের বাণী॥

: **Saturday** [337—28]

S.—26 Margasirsa. *Sam.*—11 Margasirsa (Sd.). *Mus.*—10 Shawal.
Beng.—17 Agrahayana, *Ekadasi*, 8-43 n.



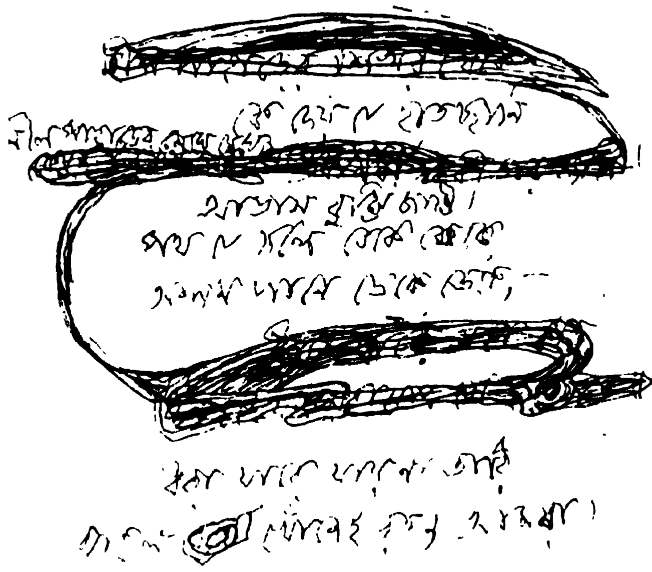
— ৮ —

দূর আকাশের নেশায় মাতাল
ঘরভোলার সব যত, — আমরা
বকুল বনের গন্ধে আকুল
মৌমাছিদের মতো। আমরা
সব উধাও আবার
মন আকাশের কাছে —
বাতাস থেকে ভোরে বেলাকার
সুর টুটি সব কি! আমরা

Fuslee.—Margasirsa, 1346. Mus.—Shawal, 1357.
Samvat.—Margasirsa, (Sudee), 1995. Beng.—Agrahayana, 134[illegible]

4 Sunday [338–27]

Fus.—27 Margasirsa. *Sam.*—12 Margasirsa (Sd.). *Mus.*—11 Shawal
Beng.—18 Agrahayana, *Dwadasi*, 8-19 *n.*



[illegible]

Fuslee.—Margasirsa, 1346. **Mus.—Shawal. 1357.**
Samvat.—Margasirsa, (Sudee), 1995. **Beng.—Paus, 1345.**

1 DECEMBER **Thrusday** [335—30]

Int. due on 2¾% Govt. Loan. 1948-52

Fus.—24 Margasirsa. *Sam.*—9 Margasirsa (Sd.). *Mus.*—8 Shawal.
Beng.—15 Agrahayana, *Navami* 7-59 *n.*

[illegible]

কোথাও আমার [illegible] নেই মানা
মনে মনে -
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।

তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,
[illegible] চুপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই [illegible]
পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে।
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
[illegible] যাই ভেসে দূর দিশে
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা॥
মনে মনে

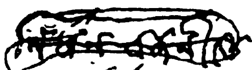


APRIL, 1939

Fuslee—Bysack, 1346. Mus.—Safar, 1358.
Samvat—Bysack (Budee), 1996. Beng.—Chaitra, 1345.

11 Tuesday [101—264]

Fus.—7 Bysack. *Sam.*—7 Bysack (Budee). *Mus.*—20 Safar.
Beng.—28 Chaitra, *Saptami*, 10-8 *d.*



নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধন এ যে দেখি
মম কণ্ঠের মালা একী গেছ ফেলে
জাগালে না শিয়রে দীপ জ্বেলে
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে
চামেলির ইঙ্গিত আসে
যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে।
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্পঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণ পবনের প্রাণে
রেখে গেলে বলনি যে কথা কানে কানে,
বিরহবারতা
অরুণ আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে।।

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

নববর্ষ
১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠভেদ

[illegible]

বড় বিস্ময় লাগে
হেরি তোমারে!
কোথা হতে এলে তুমি
হৃদিমাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি
কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি
অশ্রুধারে। ফিরে ফিরে ফিরে আমি
তোমারে হেরিয়া যেন এই দুয়ারে।
জাগে স্মরণে
তুমি চির পুরাতন
চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি
হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি
ডুবে আঁধারে।

[illegible]

বীরবলকে

ফুটল রসের সোনার চাঁপা
হৃদয় আকাশে।
দোল ফাগুনের চাঁদের মতন
সুবাস মাখা সে।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
চিনহারা তীরের পারে
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে
ছিল ঢাকা সে॥

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল
সোনার রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে
কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে
আমার গানের সুরে সুরে
রইল আঁকা সে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেবাকে
আশীর্বাদ

ফাল্গুনের নবীন আনন্দে
ডালি মোর গাঁথিলাম ছন্দে।
পথ হতে দিক তুলি
পাখীর কাকলীগুলি,
ভরা হোক বকুলের গন্ধে॥

চলে যাক মিলনের পান্থ
দখিনের বাতাসে অশান্ত।
তারি হাতে হোক লেখা
পলাশের রাঙা রেখা
সুভাগিনী, তোমার সীমন্তে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ ফাল্গুন
১৩৩২

সে যেন পাশের আঙুর মহল, যায় উদাসীন একলা রাতে
ডাকিসুরে তোর আঙিনাতে।
গান যেন তোর গানের খুঁজে কোন্ বেদনায় কেঁদে ওঠে!
ঘুম ভাঙার গাঁয় একতারাতে কোন্ বুলি বা [illegible] রাতে!

কাল সকালে উঠবে না তো,
চিহ্ন তাহার ঘাসের পাতে।
বাঁশ-ঝোঁড়ার মাঠের মাঝে উদাস যেন গাইতে হবে;
জ্যোৎস্না আলোর বন্যাতে সিন্ধু ধূলির মাঝে রাতে॥

আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়
ঘাসে ঘাসে॥

দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
দিকে দিকে ছড়ায় আমার
কোন্ বাতাসে॥

মন মেতে মোর অসীম মনের
মনের সাথে।
ধূলি-খেলাঘরের নিবিড় নেশায়
পরাণ মাতে।
কচি পাতার ব্যাকুলতায়
বক্ষে আমার কয় যে কথা,
স্বপ্ন আমার মেঘের লীলায়
শূন্যে ভাসে॥

সুরুল
১৩ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে ধরার ধুলায় হতে
নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী॥

দিবসরাতি সুর-সভার মাঝে
যে সুধা করে পান।
পরশ তার মেলেনা মেলেনা যে,
নাহিরে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে ফুলের বনে বনে,
মাধুরীমাখা হাসিতে, আঁখিকোণে
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

কাগজের তরী সাজায়ে, আমি যে
একা একা করি খেলা
তার সাথে মেলে দিক্-বালিকার
ভাসানো মেঘের ভেলা।

তার সাথে মেলে, অলস ছন্দে
কোন উদাসীর কোন্ আনন্দে
সকালে ঝরানো আমের মুকুল
ফুরানো বিকাল বেলা॥

মোর কাছে এসে কি মনে করিস?
এই কাগজের পুটে
কোন্ সম্বল তুলে দিতে চাও
চলিতে চলিতে ছুটে?
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের টানে
ভেসে ভেসে, মোর সকলি হারায়,
চিরদিন আমি পথের নেশায়
পাথেয় করেছি হেলা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

চৈত্র দিনের ভোরের বেলায় আপন ভুলে
প্রজাপতি ফিরিস ওরে,
পুষ্পদলের আশায় আশায় দুলে দুলে
একি সুখের নেশার ঘোরে!
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের নিত্য বাসা
আকাশে তুই পায় কি তাহার ভাষা,
অপ্সরী তোর বৃন্তে মধু আবির তুলি
পাঠালো তোর পাখায় ভ'রে ॥
কোন্ গুণী যে আপন কীর্তি অকাতরেই
করে হেলা?
এমন চিকন রঙের লিখন ক্ষণেক তরেই,
এ কোন্ খেলা!
সুর বাঁধে আর সুর সে হারায় পলে পলে,
গানের মালা ভোলা সুরে পায়ে চলে,
কোনোমতেই রয় না বাঁধা তাহার তুলি
আপন ছবির মায়া ভোরে ॥

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি,
বরষ ফুরাবে, গান ফুরাবেনা জানি।
আমি না রহিব যবে
তখনও মিলন হবে
তোমার আমার সুরে হবে কানাকানি॥

হেথায় রহিনা বসে ফুরাইলে বেলা।
ফেলে যাব ধূলিতলে শেষ-করা খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুনঃ,
তখন আবার শুনো
আমার পুরানো গানে নূতনের বাণী॥

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থেকে
দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সারেগামা নায়,
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব,
শুদ্ধ-কোমলগুলো
বেবাক অশুদ্ধ,
অভেদ রাগিনী রাগে
ভগিনী ও ভাইয়ে,
শুধু ভাই গাইয়ে॥

তবং-ঢেঁকুর তম্বুরা,
তাল-কাটা লাঠিয়ে,
দিনরাত তেহাই দেয় কাশিয়ে।
ঝাঁপতালে দাদরায়
চৌতালে ঠিমারে
কে কোথায় ঘা মারে,
তেরেকেটে মেরে কেটে
ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে॥

আংশিক পাণ্ডুলিপিচিত্র

কবি

বিদ্যাসাগর তীরে প্রমিতারে ঘাটে,
প্রতি দিন প্রাতে কোকিলের সাথে
নতুন সাজের খেলা আনমনা মনমাঝে
একটি মধুর সুখ
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল
কেহবা দেখিয়া পড়িয়াছে ভুল,
দুলেছি মায়ায় কোমল ঝুঁকিয়া
দুলেছি আছে কোলাকুলি ঘুরিয়া
কোন এসেছে কেমন বাতাস
ঘুমিয়া আছে সিন্ধু!
সেই প্রভাতে নতুন মাধুরে

বল বল, বন্ধু, বল, তিনি তোমার কানে কানে
নাম ধরে ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়বাদলের অন্ধকারে।

সুখ দিনের শান্তিমাঝে
জীবন যেথায় গর্ব সাজে

বল, সেথায় সবার তিনি বিজয়মাল্য তোমার প্রাণে,
বল, তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার দুখের দ্বারে ॥

সেই খেলা যে খেলার কথার
ভাবি মনে সেই কথাটাই।
তোমায় আজব খেলার সাথী কর
তা'হলে আর ভাবনা ত নাই।
ঝিরঝির-ভেজা সকালবেলা,
আজ কি তোমার ছুটির খেলা?
অন্তহীন মেঘের মেলা
তার সাথে মোর মনকে ভাসাই।।

চোখে আমার তৃষ্ণা, ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে ফুল কানন করত আলো, কালো হয়ে সে শুকালো।
ঝরনারে কে দিল বাধা নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখর-চূড়ে॥



গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। **বল্ গোলাপ, মোরে বল্**

বয়স : ২০
প্রকাশ : বালক, বৈশাখ ১২৯২
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ২০

২। **বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে**

বয়স : ৩৩
রচনা . ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
প্রকাশ : কাব্যগ্রন্থাবলী, ১৩০৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম ও প্রকৃতি
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫০
(পাণ্ডুলিপিচিত্রের পাঠভেদ অংশে এই গানের ভিন্ন পাঠ দ্রষ্টব্য।)

৩। **তোমার গোপন কথাটি**

বয়স : ৩৪
রচনা : ১৮ আশ্বিন ১৩০২
প্রকাশ . কাব্যগ্রন্থাবলী, ১৩০৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১০

৪। **স্বপন যদি ভাঙিলে**

বয়স : ৪১
প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩০৯

গ্রন্থাকারে প্রকাশ : কাব্যগ্রন্থ ৮ম খণ্ড
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : জাগরণ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩

৫। **যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে**
বয়স : ৪৪
প্রকাশ : ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২
গীতবিতান পর্যায় : স্বদেশ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪৬

৬। **বাংলার মাটি বাংলার জল**
বয়স : ৪৪
প্রকাশ : ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২; বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১২
শিরোনাম : রাখীসঙ্গীত
গ্রন্থাকারে প্রকাশ : বাউল, ১৩১২
গীতবিতান পর্যায় : স্বদেশ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪৬

৭। **বিধির বাঁধন কাটবে তুমি**
বয়স : ৪৪
রচনা : ২১ আশ্বিন ১৩১২
প্রকাশ : ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২
শিরোনাম : রাখীসঙ্গীত
গীতবিতান পর্যায় : স্বদেশ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪৬

৮। আমাকে যে বাঁধবে ধরে

বয়স : ৪৮

প্রকাশ : বৈশাখ ১৩১৬

গ্রন্থ : প্রায়শ্চিত্ত (বৈশাখ ১৩১৬) /
পরবর্তীকালে : মুক্তধারা (বৈশাখ ১৩২৯) ও
পরিত্রাণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৯

৯। কে বলেছে তোমায় বঁধু

বয়স : ৪৮

প্রকাশ : প্রায়শ্চিত্ত (বৈশাখ ১৩১৬) /
পরবর্তীকালে পরিত্রাণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৯

১০। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি

বয়স : ৪৮

রচনা : ১১ চৈত্র ১৩১৫

প্রকাশ : প্রায়শ্চিত্ত (বৈশাখ ১৩১৬)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বিবিধ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৯

১১। জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে

বয়স : ৪৮

রচনা : ১০ ভাদ্র ১৩১৬

গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : নিঃসংশয়
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮

১২। জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
বয়স : ৪৮
রচনা : ৩০ আশ্বিন ১৩১৬
প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : আনন্দ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৭

১৩। আলোয় আলোকময় করে হে
বয়স : ৪৮
রচনা : ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬
প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : আনন্দ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮

১৪; ১৪ক। নিভৃত প্রাণের দেবতা
বয়স : ৪৮
রচনা : ১৭ পৌষ ১৩১৬
প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : সাধক
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮
প্রাসঙ্গিক তথ্য : প্রথম পাণ্ডুলিপিটি প্রাথমিক পাঠ, দ্বিতীয়টি পরিমার্জিত।

১৫। কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ

বয়স : ৪৮

রচনা : ১৭ পৌষ ১৩১৬

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : বাউল

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে ৬ মাঘ, ১৩১৬ মহর্ষি ভবনে গানটি গীত হয়।

১৬। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

বয়স : ৪৮

রচনা : ২৬ চৈত্র ১৩১৬

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বসন্ত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮

১৭। বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

বয়স : ৪৯

রচনা : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : দুঃখ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৩

১৮। ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা

বয়স : ৪৯

রচনা : ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : প্রার্থনা
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৭

১৯। বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
বয়স : ৪৯
রচনা : ৭ আষাঢ় ১৩১৭
প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বিশ্ব
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৭

২০। হে মোর দেবতা
বয়স : ৪৯
রচনা : ১৩ আষাঢ় ১৩১৭
প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বন্ধু
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৭

২১। যেথায় থাকে সবার অধম
বয়স : ৪৯
রচনা : ১৯ আষাঢ় ১৩১৭
প্রকাশ : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭ (শিরোনাম : প্রণতি)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বিবিধ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮

২২। **যাত্রী আমি ওরে**

বয়স : ৪৯

রচনা . ২৬ আষাঢ় ১৩১৭

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা ও প্রার্থনা

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৩

২৩। **ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি**

বয়স : ৪৯

রচনা : ১৮ শ্রাবণ ১৩১৭

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৭

২৪। **জড়ায়ে আছে বাধা**

বয়স : ৪৯

রচনা : ২২ শ্রাবণ ১৩১৭

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : সাধনা ও সংকল্প

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৭

২৫। **একটি নমস্কারে প্রভু**

বয়স : ৪৯

রচনা : ২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

প্রকাশ : গীতাঞ্জলি (১৩১৭)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : বিবিধ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৮

২৬। আমাদের শান্তিনিকেতন

বয়স : ৫০

গীতরূপ : আশ্বিন ১৩১৮

প্রকাশ : 'শারদোৎসব' অভিনয়-পত্রী, ৬ আশ্বিন, ১৩১৮

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি'তে 'শারদোৎসব' অভিনয়ের সমসময়ে রচিত ও গীত।

২৭। আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ

বয়স : ৫০

রচনা : ১৭ চৈত্র ১৩১৮

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : পথ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪১

২৮। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে

বয়স : ৫০

রচনা : ২৬ চৈত্র ১৩১৮

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বসন্ত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৯

২৯। যেদিন ফুটল কমল

বয়স : ৫০

রচনা : ২৬ চৈত্র ১৩১৮

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বিরহ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪১

৩০। তুমি একটু কেবল
বয়স : ৫০
রচনা : ২৯ চৈত্র ১৩১৮
প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৯

৩১। এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
বয়স : ৫০
রচনা : ৩০ চৈত্র ১৩১৮
প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : শেষ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪১

৩২। কে গো অন্তরতর সে
বয়স : ৫০
রচনা : ৬ বৈশাখ ১৩১৯
প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : সুন্দর
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪০

৩৩। **আমারে তুমি অশেষ করেছ**

বয়স : ৫০

রচনা : ৭ বৈশাখ ১৩১৯

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : বন্ধু

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩৯

৩৪। **শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে**

বয়স : ৫২

রচনা : ২৫ ফাল্গুন ১৩২০ [৯ মার্চ ১৯১৪]

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : প্রার্থনা

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১১

৩৫। **কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না**

বয়স : ৫২

রচনা : ২৪ চৈত্র ১৩২০ [৭ এপ্রিল ১৯১৪]

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : বন্ধু

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪১

৩৬। **এই লভিনু সঙ্গ তব**

বয়স : ৫৩

রচনা : ৩১ বৈশাখ ১৩২১ [১৪ মে ১৯১৪]

প্রকাশ : গীতিমাল্য (১৩২১)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : সুন্দর
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪০

৩৭। **কেন আর মিথ্যা আশা**

বয়স : ৫৩
রচনা : ১৭ ভাদ্র ১৩২১ [৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]
প্রকাশ : পল্লীবাণী পত্রিকা (আশ্বিন ১৩২৬)
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩
প্রাসঙ্গিক তথ্য : গীতালির 'যে থাকে থাক্-না দ্বারে'-র অপর পাঠ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে প্রাপ্ত পাঠান্তর : 'মিথ্যা আশা' হয়েছে 'মিথ্যে আশা'; 'হাত ধরে কেউ' হয়েছে 'সঙ্গে যে কেউ' আর 'পারবে না যে' হয়েছে 'পারবে না তো'।

৩৮। **ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়**

বয়স : ৫৩
রচনা : ৩০ আশ্বিন ১৩২১ [১৭-২১ অক্টোবর ১৯১৪]
প্রকাশ : গীতালি (১৩২১)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বিবিধ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪৪

৩৯। **এবার তো যৌবনের কাছে**

বয়স : ৫৩
রচনা : ১৩ ফাল্গুন ১৩২১ [২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫]
প্রকাশ : ফাল্গুনী (১৩২২)
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : বসন্ত
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৭

৪০। এই কথাটাই ছিলেম ভুলে

বয়স : ৫৩

রচনা : ১৩ ফাল্গুন ১৩২১

প্রকাশ · সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২১

গ্রন্থাকারে : ফাল্গুনী (১৩২২)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বসন্ত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৭

৪১। আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে

বয়স : ৫৩

রচনা : ফাল্গুন ১৩২১

প্রকাশ : ফাল্গুনী (১৩২২)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : পথ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৭

৪২। কাল রাতের বেলা গান এল

বয়স : ৫৪

রচনা : আশ্বিন ১৩২২

প্রকাশ : প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২২

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় . গান

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৬

৪৩। গানের সুরের আসনখানি

বয়স : ৫৪

রচনা : ২৮ চৈত্র ১৩২২

প্রকাশ : আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২৫
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : গান
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১১ ও ১৬

৪৪। এমনি ক'রেই যায় যদি দিন
বয়স : ৫৪
রচনা : ৩১ চৈত্র ১৩২২
প্রকাশ : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২২
গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৬

৪৫। আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়
বযস : ৫৮
রচনা : ২৪ বৈশাখ ১৩২৬
প্রকাশ : সবুজপত্র, বৈশাখ ১৩২৬
গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪২

৪৬। হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে
বয়স : ৬০
রচনা : আশ্বিন ১৩২৮ [?]
প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৮
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৪৭। আমার সুরে লাগে তোমার হাসি
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)
গীতবিতান পর্যায় · পূজা
উপপর্যায় : গান
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৪৮। খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : গান
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৪৯। আমায় দাও গো বলে
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : প্রবাহিণী (১৩৩২)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : দুঃখ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫০। বুঝেছি কি বুঝি নাই
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ . প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)

গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বিশ্ব
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫১। **দিন অবসান হল**
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : শেষ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫২। **আমার মনের মাঝে যে গান বাজে**
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : গান
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৩। **আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া**
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : প্রভাতী পত্রিকা, শীত ১৩২৮
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : গান
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৪। আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে

বয়স : ৬০

রচনা : শরৎ ১৩২৮

প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৫। আমার দোসর যে জন ওগো তারে

বয়স : ৬০

রচনা : শরৎ ১৩২৮

প্রকাশ : নবগীতিকা (প্রথম খণ্ড), ১৩২৯

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৬। কোথা হতে শুনতে যেন পাই

বয়স : ৬০

রচনা : শরৎ ১৩২৮

প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৭। তোমরা যা বলো তাই বলো

বয়স : ৬০

রচনা : শরৎ ১৩২৮

প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : শরৎ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৮। **আমার মনের কোণের বাইরে**
বয়স : ৬০
রচনা : শরৎ ১৩২৮
প্রকাশ : নবগীতিকা ১ম (১৩২৯)
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৪

৫৯। **শীতের হাওয়ার লাগল নাচন**
বয়স : ৬০
রচনা : মাঘ ১৩২৮ [?]
প্রকাশ : বেতাল পত্রিকা, মাঘ ১৩২৮
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : শীত
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৫

৬০। **সকালবেলার বাদল আঁধারে**
বয়স : ৬১
রচনা : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
প্রকাশ : শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ় ১৩২৯
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : বর্ষা
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৫

৩৯১ . ১৩

৬১। প্রথম আলোর চরণধ্বনি

বয়স : ৬১

রচনা : ১০ পৌষ ১৩২৯ (২৫ ডিসেম্বর ১৯২২)

প্রকাশ : প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৯

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : বিশ্ব

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩০

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ সালের ক্ষেত্রে ১৯২২ স্থলে ১৩২২ লিখেছেন।

৬২। দ্বারে কেন দিলে নাড়া

বয়স : ৬১

রচনা : [ফাল্গুন ১৩২৯]

প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে (১৩৩২)

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩১

৬৩। কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে

বয়স : ৬১

রচনা : ৩০ চৈত্র ১৩২৯ (বর্তমান পাণ্ডুলিপির নীচে তারিখ ২৪ আশ্বিন ১৩৩৪)

প্রকাশ : শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১, ১৩৩০

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩০

প্রাসঙ্গিক তথ্য : "১৩২৯ সালে গুরুদেব সিন্ধু কাথিয়াবাড় ভ্রমণ শেষ করে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন তখন সঙ্গে করে এনেছিলেন কাথিয়াবাড়ের একটি চাষী পরিবারকে। তাদের একটি বারো-তেরো

বৎসরের মেয়ে দুই হাতে দুই জোড়া মন্দিরা নিয়ে খুব সুন্দর নাচত। তাঁর ইচ্ছা, সেই নাচটি শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মধ্যে প্রচার করা। আশ্রমবাসী সকলকে দেখাবার জন্যে চৈত্র মাসের শেষে আম্রকুঞ্জে মেয়েটির নাচের আসর বসে। এই নাচ দেখার পর গুরুদেব লিখেছিলেন 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে' গানটি।"

শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', পৃ. ২০০

৬৪। **দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে**

বয়স : ৬২

প্রকাশ : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১

৬৫। **আঁধার রাতে একলা পাগল**

বয়স : ৬২

গীতকাল : ২৫, ২৭, ২৮ অগস্ট ১৯২৩, নিউ এম্পায়ারে বিসর্জন অভিনয়কালে

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : শেষ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১

৬৬। **আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে**

বয়স : ৬২

গীতকাল : ২৫, ২৭, ২৮ অগস্ট ১৯২৩, নিউ এম্পায়ারে বিসর্জন অভিনয়কালে

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩১

৬৭। **আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ**
বয়স : ৬৩
প্রকাশ : ভারতী, আশ্বিন ১৩৩১
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : সাধারণ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ২৩

৬৮। **ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে**
বয়স : ৬৩
গীতকাল : ২৬ ফাল্গুন ১৩৩১
প্রকাশ : সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা, আষাঢ় ১৩৩৫
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩১

৬৯। **তুমি খুশি থাকো**
বয়স : ৬৪
প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে, অগ্রহায়ণ ১৩৩২
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : বন্ধু
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৬

৭০। **আমার যে গান তোমার পরশ পাবে**
বয়স : ৬৪
প্রকাশ : প্রবাহিনী গ্রন্থে, অগ্রহায়ণ ১৩৩২
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : গান
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩১

৭১। **আমার ঢালা গানের ধারা**

বয়স : ৬৪

প্রকাশ : প্রবাহিণী গ্রন্থে, ১৩৩২

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : গান

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৭২। **অনন্তের বাণী তুমি**

বয়স : ৬৪

রচনা : ১১ ফাল্গুন ১৩৩২

প্রকাশ : রবি পত্রিকা, ১৮ ফাল্গুন ১৩৩২/ভারতী পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৩২)

গ্রন্থে : বৈকালী (১৩৮১), 'নববধূ' শিরোনামে গানটির

পাঠান্তর : 'বসন্তের দূতী তুমি' (রচনা : ২১ ফাল্গুন ১৩৩২)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বসন্ত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য : রমেশচন্দ্র মজুমদারের কন্যার বিবাহোপলক্ষে রচিত।

৭৩। **দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা**

বয়স : ৬৪

রচনা : ১৫ ফাল্গুন ১৩৩২

প্রকাশ : সবুজপত্র চৈত্র ১৩৩২

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বসন্ত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ দোল পূর্ণিমায় শ্রীমতী রেবা মহলানবিশ (বাব্‌লি)-এর বিবাহ উপলক্ষে লিখে পাঠিয়েছিলেন।

৭৪। **ফাগুনের নবীন আনন্দে**

বয়স : ৬৪

রচনা : ১৫ ফাল্গুন ১৩৩২

প্রকাশ : সবুজপত্র, চৈত্র ১৩৩২

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বসন্ত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য : শ্রীমতী রেবা মহলানবিশের বিবাহ উপলক্ষে রচিত।

৭৫। **এসো আমার ঘরে**

বয়স : ৬৪

রচনা : [ফাল্গুন ১৩৩২]

প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্ববলিপি : স্বরবিতান ৩১

৭৬। **নূপুর বেজে যায়**

বয়স : ৬৪

রচনা : [১২-১৬ চৈত্র ১৩৩২]

প্রকাশ : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৭৭। **লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি**

বয়স : ৬৪

রচনা : [১২-১৬ চৈত্র ১৩৩২]

প্রকাশ : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
    উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৭৮। **সেই ভালো সেই ভালো**
বয়স : ৬৪
রচনা : [১৯-২১ চৈত্র ১৩৩২
প্রকাশ : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
    উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৭৯। **অনেক কথা যাও যে বলে**
বয়স : ৬৪
রচনা : ২১ চৈত্র ১৩৩২
প্রকাশ : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
    উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

৮০। **আধেক ঘুমে নয়ন চুমে**
বয়স : ৬৪
রচনা : [২৫-২৭ চৈত্র ১৩৩২
প্রকাশ : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র
স্ববলিপি : স্বরবিতান ১

৮১। এ পথে আমি যে গেছি বার বার

বয়স : ৬৪
রচনা : [২৫-২৭ চৈত্র ১৩৩২]
প্রকাশ : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ১

৮২। দিন পরে যায় দিন

বয়স : ৬৪
রচনা : ২৭ চৈত্র ১৩৩২
প্রকাশ : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

৮৩। আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ

বয়স : ৬৪
রচনা : ১ বৈশাখ ১৩৩৩
প্রকাশ : শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩১
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : সাধনা ও সংকল্প
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৮৪। হে চিরনূতন

বয়স : ৬৪
রচনা : ১ বৈশাখ ১৩৩৩
প্রকাশ : শান্তিনিকেতনে পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : জাগরণ
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

৮৫। এ পারে মুখর হল কেকা ওই
বয়স : ৬৪
রচনা : ১৭ বৈশাখ ১৩৩৩
প্রকাশ : গীতমালিকা ১ (১৩৪৫)
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩০

৮৬। হে মহাজীবন
বয়স : ৬৫
রচনা : বৈশাখ ১৩৩৩
প্রকাশ : নটীর পূজা, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : প্রার্থনা
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫
প্রাসঙ্গিক তথ্য : পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ সালের ক্ষেত্রে ১৩৩৩ স্থলে ১৩৩২ লিখেছেন।

৮৭। বিরস দিন বিরল কাজ
বয়স : ৬৫
রচনা : বৈশাখ ১৩৩৩
প্রকাশ : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

৮৮। **মরণসাগরপারে তোমরা অমর**

বয়স : ৬৫

রচনা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

প্রকাশ : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : শেষ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন : 'কলিকাতায় এই সময় চন্দ্রকান্ত শূর ও যতীন্দ্রনাথ শূর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা রোধ করিতে গিয়া নিহত হন, তাঁহাদের স্মরণে গানটি রচিত। দ্র. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩; শান্তিদেব ঘোষ বলেন : '...এটি রচিত হয় গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে। এই গানটির কথা মনে না করতে পারলে তিনি "দাদার মৃত্যুর পর লেখা গানটি" বলতেন। —'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু : ১৮ জানুয়ারি ১৯২৬ (৪ মাঘ ১৩৩২)।

৮৯। **সে কোন্ পাগল যায়**

বয়স : ৬৫

রচনা : ২২ ভাদ্র ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পাঠভেদ অংশ গানটির নূতন একটি রূপ।

৯০। **আকাশ তোমার কোন্ রূপে**

বয়স : ৬৫

রচনা : ৩১ ভাদ্র ১৩৩৩

প্রকাশ : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৪

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি নেই।

৯১। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়

বয়স : ৬৫

রচনা : ১ আশ্বিন ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : স্বদেশ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৯২। ভালোলাগার শেষ যে না পাই

বয়স : ৬৫

রচনা : ৪ আশ্বিন ১৩৩৩

প্রকাশ : সবুজপত্র, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : শেষ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য : গীতবিতানে প্রথম ছত্রে 'ভালোলাগার' স্থলে 'মধুর, তোমার'!

৯৩। ওগো সুন্দর, একদা কী জানি

বয়স : ৬৫

রচনা : ২৪ আশ্বিন ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : সুন্দর

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৩

৯৪। কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে

বয়স : ৬৫

রচনা : ২৫ আশ্বিন ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১

৯৫। **আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি**

বয়স : ৬৫

রচনা : ৩ কার্তিক ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : বিচিত্র

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৩

৯৬। **পথ এখনো শেষ হল না**

বয়স : ৬৫

রচনা : ১০ কার্তিক ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : পথ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৩

৯৭। **বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে**

বয়স : ৬৫

রচনা : ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : গান

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৯৮। **ক্ষত যত ক্ষতি যত**

বয়স : ৬৫

রচনা : ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : আনন্দ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

৯৯। যা পেয়েছি প্রথম দিনে

বয়স : ৬৫

রচনা : ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : শেষ

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৩

১০০। যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি

বয়স : ৬৫

রচনা : ২ মাঘ ১৩৩৩

গীতবিতান পর্যায় : পূজা

উপপর্যায় : বিশ্ব

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩০

১০১। এসো হে বৈশাখ

বয়স : ৬৫

রচনা : ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩

প্রকাশ : বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪ (নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা . বৈশাখ আবাহন / গান)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : গ্রীষ্ম

স্বরলিপি : স্বরবিতান ২

১০২। শীতের বনে কোন্ সে কঠিন

বয়স : ৬৫

রচনা : ফাল্গুন ১৩৩৩

প্রকাশ : বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪ (নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা : আসন্ন শীত)

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : শীত
স্বরলিপি : স্বরবিতান ২

১০৩। পথে চলে যেতে যেতে

বয়স : ৬৬
রচনা : ৪ মাঘ ১৩৩৪
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : পথ
স্বরলিপি : স্বববিতান ৩

১০৪। হে মাধবী, দ্বিধা কেন

বয়স : ৬৬
রচনা : ১ ফাল্গুন ১৩৩৪
প্রকাশ : নবীন, ফাল্গুন ১৩৩৭
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : বসন্ত
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫

১০৫। আমার নয়ন তোমার নয়নের

বয়স : ৬৮
প্রকাশ : পরিত্রাণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

১০৬। আয় আমাদের অঙ্গনে

বয়স : ৬৮
রচনা : ২ শ্রাবণ ১৩৩৬

প্রকাশ : প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৬
গীতবিতান পর্যায় : আনুষ্ঠানিক
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

১০৭। এবার বুঝি ভোলার বেলা হল

বয়স : ৬৮
রচনা : ৯ ফাল্গুন ১৩৩৬
প্রকাশ : প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৬
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম ও প্রকৃতি
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৬

১০৮। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে

বয়স : ৬৮
রচনা : ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৬
প্রকাশ : বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৬
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৩

১০৯। তুমি কিছু দিয়ে যাও

বয়স : ৬৯
রচনা : ফাল্গুন ১৩৩৭
প্রকাশ : 'নবীন' পুস্তিকা (চৈত্র ১৩৩৭)
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : বসন্ত
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫
প্রাসঙ্গিক তথ্য : সাবিত্রী গোবিন্দ কৃষ্ণানের গান শুনে সেই সুরে রচিত।

১১০। একলা বসে হেরো তোমার ছবি

বয়স : ৬৯

রচনা : ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

প্রকাশ : ছবি, ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ১৩

১১১। (আমি) শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি

বয়স : ৭৬

প্রকাশ : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি

উপপর্যায় : বর্ষা

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬২

প্রাসঙ্গিক তথ্য : রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এই গানের আরেকটি রূপ পাওয়া যায়।

১১২। বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি

বয়স : ৭৬

প্রকাশ : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৮

১১৩। একদিন চিনে নেবে তারে

বয়স : ৭৭

প্রকাশ : প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৫

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৩

১১৪। আজকে মোরে বোলো না

বয়স : ৭৭
রচনা : [ভাদ্র ১৩৪৫]
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী'
২ ভাদ্র ১৩৪৫
গীতবিতান পর্যায় : পূজা
উপপর্যায় : শেষ
স্বরলিপি নেই।
প্রাসঙ্গিক তথ্য : গীতবিতানে প্রথম ছত্র পাণ্ডুলিপিতে বিন্দু-চিহ্নিত; পাণ্ডুলিপির ১-৩ ছত্র মূলত গানে ২-৩ ছত্র।

১১৫। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

বয়স : ৭৭
রচনা : ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় . প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬১
প্রাসঙ্গিক তথ্য . 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে (১৮৮৮) অমরের গান 'আমি কারেও বুঝি নে'-র রূপান্তর।

১১৬। আমার নিখিল ভুবন হারালেম

বয়স : ৭৭
প্রকাশ : নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা। পৌষ ১৩৪৫
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬১

১১৭। আজি দক্ষিণপবনে

বয়স : ৭৭

রচনা : [ফাল্গুন ১৩৪৫]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী'

২৩-২৮ ফাল্গুন ১৩৪৫

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩

১১৮। ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী

বয়স : ৭৭

রচনা : [ফাল্গুন ১৩৪৫]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী'

২৮ ফাল্গুন ১৩৪৫

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি . স্বরবিতান ৬৩

১১৯। তুমি কোন্ ভাঙনের পথে

বয়স . ৭৮

রচনা : ২৭ আষাঢ় ১৩৪৬

প্রকাশ : সানাই, আষাঢ় ১৩৪৭ (শিরোনাম : ভাঙন)

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম

উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৯

১২০। শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে

বয়স : ৭৮

প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৬

গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : বর্ষা
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৯

১২১। এসেছিনু দ্বারে তব
বয়স : ৭৮
প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৬
গীতবিতান পর্যায় : প্রকৃতি
উপপর্যায় : বর্ষা
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৮

১২২। বাণী মোর নাহি
বয়স : ৭৮
প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৬
গীতবিতান পর্যায় : প্রেম
উপপর্যায় : প্রেম-বৈচিত্র্য
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩

১২৩। দূর আকাশের নেশায় মাতাল
বয়স : ৭৮
রচনা : [১৩৪৬]
গীতবিতান-পর্যায় : নাট্যগীতি
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩

১২৪। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার
বয়স : ৭৮
রচনা : ১০ জানুয়ারি ১৯৪০
গীতবিতান পর্যায় : নাট্যগীতি
স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬৩

১২৫। নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে

বয়স : ৭৮

রচনা : ২৮ চৈত্র ১৩৪৬

গীতবিতান পর্যায় : প্রেম ও প্রকৃতি

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৬২

১২৬। ওই মহামানব আসে

বয়স : ৮০

রচনা : ১ বৈশাখ ১৩৪৮

গীতবিতান পর্যায় : আনুষ্ঠানিক সংগীত

স্বরলিপি : স্বরবিতান ৫৫

পাণ্ডুলিপিচিত্রের পাঠভেদ পরিচয়

১। **তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা**

বয়স : ১৯

প্রকাশ : ভারতী, কার্তিক ১২৮৭

গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ভগ্নহৃদয়, [২৩ জুন ১৮৮১]

রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ২৩১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথি— যা দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের তদানীন্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী মালতী সেন উপহার দেন ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে। এটি রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে স্বীকার করা হয়। এই পুঁথিতেই (পৃ ২৬) 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটির প্রাথমিক খসড়াটি পাওয়া যায়। সেখানে প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি প্রথমে লেখা হয়েছিল—

"তুমি যদি হও মোর সংসারের ধ্রুবতারা—তা হোলে কখনো আর হব নাক পথহারা।"

পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনায় কবির অভিপ্রেত শেষ পাঠ :

"তোমারেই করিয়াছি সংসারের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।"

"সংসারের" জায়গায় "জীবনের" হয়েছে ভারতী পত্রিকায়।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশকালে শিরোনাম : উপহার / রাগিণী ছায়ানট। গানটি অতঃপর 'একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে' ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ফাল্গুন ১৮০২ শকে যে পরিবর্তিত রূপটি (রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল) প্রকাশিত হয় তা-ই প্রচলিত গীতবিতানের পাঠ :

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥

যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা॥
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা॥

স্বরলিপি :

১) 'আলাপিনী' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত। স্বরলিপিকার অনুল্লিখিত।
২) 'ব্রহ্মসঙ্গীত' তৃতীয় ভাগ (মাঘ ১৩১৩)-এ কাঙালীচরণ সেন -কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত।
৩) স্বরবিতান ২৩ (সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭৬)-এ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী -কৃত সুরান্তরের স্বরলিপি প্রকাশিত।
তিনটি স্বরলিপিই স্বরবিতান ২৩-এ মুদ্রিত।

২। কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার

বয়স : ২০

রচনা : মালতিপুঁথি, পৃ ২৬

গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ভগ্নহৃদয় (বৈশাখ ১২৮৮) দশম সর্গ

"রবিচ্ছায়া"য় (বৈশাখ ১২৯২) গানটির সুর নির্দেশ ছিল : মূলতান— আড়াঠেকা

পাণ্ডুলিপি পাঠ :

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরো নাকো আর!
তোমার সৌন্দর্য্যভারে— দুর্ব্বল হৃদয় হার
অভিভূত হোয়ে যেন পোড়েছে আমার!
এস হৃদে এস দেবি-- আজন্ম তোমারে সেবি—

ঘুচাইব হৃদয়ের যন্ত্রণা-আঁধার!
তোমার চরণে দিব প্রেম উপহার
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার—
নাইবা দিলে তা বালা, থাক হৃদি করি আলা
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার।

গীতবিতান-পাঠ :

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
ঢালিতেছ এত সুখ ভেঙে গেল— গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর।
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার—
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার
নাই বা দিলে তা মোরে, থাকো হৃদি আলো করে
হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তাহার।

স্বরলিপি নেই।

পাঠভেদ ১

গান : বর্ণানুক্রমিক	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
১। আকাশ তোমায় কোন্ রূপে মন	৭	৫	প্রভাতবেলার সূর্য্য	প্রভাতসূর্য শুভ্র
২। আকাশে আজ কোন্ চরণের	৯	৯	ভাসিয়ে ছিলেম	ভাসিয়ে দিলেম
৩। আজকে মোরে বোলো না	৫	—		বর্জিত
৪। আজি দক্ষিণ পবনে	৬	৪	অকারণ বিহ্বল	বিরহবিহ্বল
৫। আঁধার রাতে একলা পাগল	৬	—	বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে	বর্জিত
	৭	৬	তোর অস্তরবির লিপি বুঝি তারায় লেখা	অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা
	১১	১০	মরণবীণায়	মরণ-বীণাব
	১২	—	বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে	বর্জিত
৬। আধেক ঘুমে নয়ন চুমে	১১-১২ এবং ২৩-২৪	—	শ্রান্তভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়	বর্জিত
৭। আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ	২	১	আপনার আবরণ	আপনারই আবরণ
	৫	৩	মুক্তি না যদি থাকে মনে মনে	মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে
	৬	৩	বাঁধে বন্ধনে	বাঁধে কারাগারে

১ তালিকায় সর্বত্র —চিহ্ন অর্থে বর্জিত।

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
৮। আমাকে যে বাঁধবে ধরে	১১-১২	—	আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন সে কি অমনি হবে	বর্জিত
৯। আমাদের শান্তিনিকেতন	২	১	সে যে সব হতে	আমাদের সব হতে
	১২-১৯	—	আমাদের শান্তিনিকেতন	বর্জিত
১০। আমার এই পথ চাওয়াতে	৮	৫	দুয়ারে রহি একা	দুয়ারে রব একা
	১২	৭	হাসি গাই মনে মনে	হাসি গাই আপন-মনে
১১। আমার দোসর যে জন	১৩	৭	বনছায়ায়	সেই বনছায়ায়
১২। আমার নয়ন তব	৯	৫	কথার আভাসখানি	কথার আভাখানি
১৩। আমার নিখিল ভুবন হারালেম	২	২	বিশ্ববীণার	বিশ্ববীণায়
	৩	৩	গৃহহারা হৃদয় যায়	গৃহহারা হৃদয় হায়
	৪	৩	আলোহারা পথে হায়	আলোহারা পথে ধায়
১৪। আমার মনের কোণের বাইরে	২	২	জানলা খুলে	আমি জানলা খুলে
১৫। আমার যদিই বেলা যায় গো	৬	৪	তাই ত আছি	জেনো জেনো তাইতে আছি
	১১	৮	আপন মনে	জেনো জেনো আপন মনে
১৬। আমার যে-গান	৫	৪	যে আঁখিজল	আমার যে আঁখিজল
	১০	৭	লুকিয়ে পলায়	সুর যে পলায়

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
	১১	৮	যে-শেষ বাণী	আমার যে শেষ বাণী
১৭। আমারে তুমি অশেষ করেছ	৮	৬	কাহারে আমি কব	কাহারে তাহা কব
১৮। আমায় দাও গো বলে	৭-৮	—	সে কি তুমি আমায় দাও দোলা অশান্তি দোলে	বর্জিত
	১৪-১৫	—	"	বর্জিত
১৯। আমায় যাবার বেলায়	১	১	আমায় যাবার বেলায়	আমার যাবার বেলায়
	২	২	ভোরের আলোক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পিছু ডাকে	ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
	৫	৩	উঠে ডাকি	ওঠে ডাকি
২০। আয় আমাদের অঙ্গনে	১	১	আয় আমাদের	আয় আয় আয় আমাদের
২১। এ পথে আমি যে গেছি	৩	২	আজি কি ঘুচিল	আজ কি ঘুচিল
২২। এ পারে মুখর হোলো	৫-৯-১৭	—	ওপারে নীরব কেন কুহু হায়	বর্জিত
২৩। এই কথাটিই ছিলেম ভুলে	৫	৫	নূতন পাতায়	ওগো নূতন পাতায়
	১৩	৮	ভরবে গগন	ওগো ভরবে গগন
২৪। এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে	১	১	এবার তোরা আমার	আমার
২৫। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে	৪	৪	এখন কি করি	বলো কী করি
	৫	৫	ঐ জল উঠেছে	জল উঠেছে
	৬	৬	ঐ মর্ম্মরিয়া ঝরে	মর্মরিয়ে ঝরে

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
২৬। এসো আমাব ঘরে	১৫	৮	বনের নিঃশ্বাসে	বনের আকুল নিশ্বাসে
	১৮	—	এসো আমাব ঘরে	বর্জিত
২৭। ওই মহামানব আসে	৯	৯	বাজে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রব	জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ
২৮। ওরে মাঝি, ওরে আমার	৮	৫	যেন আমার লাগে মনে	যেন আমার লাগচে মনে
	১২	৭	আসার বেলা	আসার বেলায়
২৯। কাল রাতেব বেলা	১৩	৯	যত প্রয়াস	যতই প্রয়াস
৩০। কালের মন্দিরা যে	—	১	বর্জিত	দুই হাতে
	৭	৫	জীবন জুড়ে উঠল বেজে	প্রাণের মাঝে ওই-যে বাজে
	৯	—	নিত্য নূতন সংঘাতে	বর্জিত
	১৬	৯	ডাক দিল ঐ	ডাক দিল শোন্
	১৮	—	নিত্য নূতন সংঘাতে	বর্জিত
৩১। কে বলেছে তোমায় বঁধু	৬	৬	দেখব তোমাব	হেরব তোমার
	৭	৭	সুখে দুখে	সুখে দুঃখে
	৮	৮	মুখোমুখি প্রাণের কথা কইতে	বিনা কথায় মনের কথা কইতে
৩২। কেন চোখের জলে	৫	৩	তুমি পার হয়ে	পার হয়ে
	৭	৪	দিলেম তোমায়	দিলেম তোমায় গো
	৯	৫	তখন আলসেতে বসে ছিলেম	আলসেতে বসে ছিলেম
	১৩	৭	তবু ঐ বেদনা	ওই বেদনা

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
	১৫	৮	মর্মে আমাব	মর্মে আমার গো
৩৩। কোথাও আমার হারিয়ে যাবার	১	১	হারিয়ে যাবার	হারিয়ে যাওয়ার
	৬	৪	কোন্ চুপ কথাব	সেই চুপ-কথার
	১১	৮	যাই ভেসে	আমি যাই ভেসে
	১২	৯	পরীর দেশের	পরীর দেশে
৩৪। কোথায় ফিরিস	৫-৬	৪	ডাকে তোমায় বক্ষে এসে	ডাকে তোমার বুকে এসে
৩৫। কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ	৩-৪	২-৩	ওগো সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল তুমি ধরায় আস	সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস
	৮	৭	(তুমি) কোন্ জননীর	কোন্ জননীর
	১২	১১	(ওগো) কে তোমারে	কে তোমারে
	১৬	১৫	অনন্ত জীবন সাগরে	অনন্ত প্রাণসাগরে
৩৬। ক্ষত যত ক্ষতি যত	৯	৫	এই যে দেখিলে চোখে	এই যে হেরিলে চোখে
	১১	৬	সুনীল জলের প্রান্তে	অরুণ গগনতলে
	১৪	৭	ধন্য করিয়াছে প্রাণ	সফল করিল প্রাণ
৩৭। খেলার ছলে সাজিয়ে আমার	৩	২	গানের তরীখানি	দিনের তরীখানি
৩৮। জড়ায়ে আছে বাধা	১০	১১	আমি ত প্রাণভরি	আমি যে প্রাণ ভরি

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
	১৩	১৪	কত না বিফলতা	কত যে বিফলতা
			কত না ঢাকাঢাকি	কত যে ঢাকাঢাকি
৩৯। জানি জানি কোন্	৬	৬	অমনি মধুর	এমনি মধুর
	৮	৮	ললাটে সঁপিলে	ললাটে রাখিলে
	১৫	১৫	কত দুখে সুখে	কত সুখে দুখে
৪০। তুমি কোন ভাঙনের	২	২	ভাঙল যা তাই	ভাঙল যা তা
৪১। তোমরা যা বল তাই বল	৩	২	যায বয়ে	বয়ে যায় বেলা
	৮	৪	শরৎ গগনে	সুনীল গগনে
৪২। তোমার গোপন কথাটি	২	২	শুধু আমায় শুধু আমায়	শুধু আমায
	৫	৫	গভীরা যামিনী	গভীর যামিনী
৪৩। তুমি খুসি থাকো	১	১	আমায় চেয়ে	আমার পানে চেয়ে চেয়ে
	৪	৩	সুরের নাচে বুকে বাজে	সুরে সুরে বুকে বাজে
	৫	৪	পুলকে তার ঝলক লাগে	সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ
			সকল ভুবন ছেয়ে ছেয়ে	বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে
	৭	৬	গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া	গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া
৪৪। দূর আকাশের নেশায়	১	১	দূর আকাশের	আমরা দূর আকাশের
	৯	৫	কে দেয় যে হাতছানি	কে দেয় রে হাতছানি

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
৪৫। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে	২	২	আমার বাটের বটের ছায়ায়	আমার বাটে বটের ছায়ায়
	১২	৭	দিই যদি সে কি দাম দেবে	দিই যদি তো কী দাম দেবে
৪৬। দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা	১	১	দোলে প্রেমের	দোলে দোলে দোলে প্রেমের
	৩	২	চাঁদের আলোয়	চাঁদের আলোব
	৬	৪	স্বপ্নাবেশের পর্ণপুটে	কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে
৪৭। দ্বারে কেন দিলে নাড়া	৭	৪	আলো জ্বালি নি	দীপ জ্বালি নি
৪৮। ধায় যেন মোর	৭	৬	যত বাধা সব টুটে যায় যেন	যত বাঁধন সব টুটে গো যেন
৪৯। নাহি, নাহি মোর বাণী	১	১	নাহি, নাহি মোর বাণী	বাণী মোর নাহি
	২	২	বিছায়ে আকাশে	বিছায়ে চাহিতে
	৩	২	নীরবে চাহিতে জানি	শুধু জানি
৫০। নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি	৭-১৪	—	আমার মন কয় চিনি চিনি	বর্জিত
৫১। পথে চলে যেতে যেতে	৬	—	তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে	বর্জিত
৫২। ফাগুনের নবীন আনন্দে	৪	৩	পাখীর কাকলী -গীতি	কোকিলের কলগীতি
	৫	৪	ভরা হোলো বকুলের গন্ধ	ভরি দিল বকুলের গন্ধ
	৬	—	ফাগুনের নবীন আনন্দে	বর্জিত
	৮	৬	রাঙায় দিগন্ত	রাঙালো দিগন্ত

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
	১০	৭	পলাশের ফুলধূলি	পলাশের কলিগুলি
	১১	৮	এঁকে দিলো তোমার সীমন্তে	বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে
	১২	—	ফাগুনের নবীন আনন্দে	বর্জিত
৫৩। ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে	১	১	বর্জিত	ডাক্ ডাক্ ডাক্ ফিরে ফিরে
	৭	৫	সাঁঝ সকালে	সাঁজ-সকালে
	১১	৭	নয়ন তোমার	নয়ন তোরই
৫৪। বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি	৫	৩	ভুলব না	আমি ভুলব না
৫৫। কাঁদান বাঁচি মারেন মরি	৩	৩	সুখের নাটে	ভবের নাটে
	৪	৪	ধন্য ধন্য হরি	ধন্য হরি, ধন্য হরি
	৬	৬	কাঁদাও যখন	কাঁদান যখন
	১০	১০	খুঁজিয়ে ফেরান	ফিরিয়ে বেড়ান
	১২	১২	আলো করি	ধন্য করি
৫৬। বাঁশি আমি বাজাই নি	৫	৩	তোমার যবনিকা	দ্বারের যবনিকা
	৬	৩	নানা বর্ণে বর্ণে লিখা	নানা বর্ণে চিত্রে লিখা
	১২	৬	এই কথা সে বলে	এই কথা সেই বলে
৫৭। বাংলার মাটি বাংলার জল	২	১	বাংলার হাওয়া	বাংলার বায়ু
	১৩	৭	বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ	বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
৫৮। বিরস দিন বিরল কাজ	৯-১০ এবং ১৯-২০	—	এসেছ প্রেম এসেছ আজ কী মহা সমারোহে	বর্জিত
৫৯। ভালোলাগার শেষ যে না পাই	১	১	ভালোলাগার	মধুর, তোমার

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
৬০ ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়	১	১	ভেঙেছে দুয়ার	ভেঙেছ দুয়ার
	২	১	জয় হে তোমার জয়	তোমারি হউক জয়
	৪	২	জয় হে তোমার জয়	তোমারি হউক জয়
	৯	—	তোমারি হউক জয়	বর্জিত
	১৮	—	তোমারি হউক জয়	বর্জিত
৬১। মন রে, ওরে মন	৬	৪	ডেকে বেড়ায়	বেড়ায় ডেকে
	৯	৬	আকাশ ছেয়ে তেমনি করে	তেমনি করে আকাশ ছেয়ে
	১০	৬	অরুণ আলো চায় যে তারে	অরুণ আলো যায় যে চেয়ে
৬২। মরণসাগরপারে	৩	৩	আপনার ঘর	আপনারই ঘর
৬৩। যদি তোর ডাক শুনে কেউ	—	২	বর্জিত	একলা চলো একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে
৬৪। যা পেয়েছি প্রথম দিনে	৭	৫	মূল্য যাহার একটুও নেই	সকল পন্থা যেথায় মেলে
	১১	৭	সদাই কাছে আছে	সদাই যে রয় কাছে
৬৫। যাত্রী আমি ওরে	২	২	রাখতে আমায়	আমায় রাখতে
	৬	৪	কোথায় যাবে	ছড়িয়ে যাবে
	১৪	১০	সকাল যায় সরে	যাবে সকল সরে
	১৮	১২	একি গভীর স্বরে	এমন গভীর স্বরে
৬৬। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৩	৩	খুঁজিতে	খুঁজিতে খুঁজিতে

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
	৫	৫	ঢাকিলে	ঢাকিলে গো
	১১	১০	সংশয়ে আর	সংশয়ে হায়
৬৭। যেদিন ফুটল কমল	২	২	ছিলাম অন্যমনে	ছিলেম অন্যমনে
	১৪	১৪	আমারি সে	আমারি গো
৬৮. যে ধ্রুবপদ	৬	৫	যে গীতি-ভাষা	যে গীতভাষা
৬৯। যেথায় থাকে সবার অধম	২	২	সেইখানে ত	সেইখানে যে
	১৮	১৩	সেথা আমার	সেথায় আমার
৭০। লিখন তোমার ধূলায়	৪	৩	মনে হয় কেন, পুন বুঝি দিল	পুন বুঝি দিল
	৭	৫	তোমার আখরগুলি	তোমার পুরানো আখরগুলি
	১১	৮	দখিন পবনে মনে দিলো	মনে দিলো
	১২	৯	বিরহব্যথার প্রথম পত্রখানি	বিরহের কোন ব্যথা ভরা লিপিখানি
	১৪	১০	তোমার আখরগুলি	তোমার পুরানো আখরগুলি
৭১। শ্রাবণের ধরার মত	১০	১০	রসের সুরের ধারা	সুরের ধারা
৭২। সকাল বেলার বাদল আঁধারে	১	১	সকালবেলার	এই সকালবেলার
	৪	৩	মুখর করে তোলে	মুখর ক'রে তোলে রে
	৭	৬	তাথৈ থৈ	তাথৈ থৈ— তাথৈ থৈ
৭৩। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে	—	৯-১০	বর্জিত	মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,

গান	পাণ্ডুলিপি ছত্র	গীতবিতান ছত্র	পাণ্ডুলিপি পাঠ	গীতবিতান পাঠ
				কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে, ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিঞ্চনে
৭৪। সে কোন পাগল যায়	১	১	পাগল যায় পথে	পাগল যায় যায় পথে
	২	১	যায় চলে এই	যায় চলে ওই
	৩	২	তারে ডাকিস্ নে তোরা	তার ডাকিস নে ডাকিস নে তোরা
	৫	৩	যায় বলে	যায় যায় বলে
	৭	৫	কাল সকালে রইবে না তো	কাল সকালে রইবে না রইবে না তো
৭৫। সেই ভালো সেই ভালো	২	১	আমায় না হয়	আমারে না হয়
৭৬। হে চিরনূতন	৩	২	প্রাণ অবিনাশী	জীবন আমার
	৬	৩	মোর মুখে দিক্ নির্ভীক	চিরদিবসের প্রাণময়ী
	৭	৪	ভরি দিক্ মন	ভরি দেয় মন
	৮	৪	তোমার দানে	তোমার হাতের দানে
	১৬	৯	আলোক স্নানে	নব-আলোকের স্নানে
৭৭। হে মহাজীবন	৬	৪	তোমার চরণ	তোমারি চরণ
৭৮। হে মোর দেবতা *	১০	৮	বিচিত্র এক বাণী	বিচিত্র তব বাণী

* পাণ্ডুলিপি পাঠে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের শেষে অতিরিক্ত 'হে মোর দেবতা. করিবারে পান' লিখিত।

পাঠভেদ ২

[পাঠভেদের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়ার দরুন গীতবিতানের পাঠ সম্পূর্ণত মুদ্রিত হল

(আমি) শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে ॥
(আমার বেদনা ব্যাপিয়া যায় গো বেণুবনমর্মরে মর্মরে ॥)
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা রাতি
অনিমেষে আছে জেগে মেঘে মেঘে ॥
(বিরহের পরপারে খুঁজিছে আকুল আঁখি
মিলনপ্রতিমাখানি— খুঁজিছে।)
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে
আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে।
(সে যে চোখে মোর জল রেখে গেছে চোখের সীমানা পারায়ে।)
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি
পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে ॥
(কেশের পরশ তার পাই রে
পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে।)
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলিখনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে—
(তার না-বলা কথার বেদনা বাজে গো—
চলার পথে পথে বাজে গো।)
কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
ছায়ায় রয়েছে লেগে মেঘে মেঘে ॥

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা ॥

সরে যাবে নবারুণ-আলোকে এই কালো অবগুণ্ঠন—
ঢেকে রবে না রবে না মায়াকুহেলীর মলিন আবরণ
তারে চিনে নেবে॥

আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা,
তার দুখরজনীর অশ্রুমালা।
কখন দুয়ারে অতিথি আসিবে,
লবে তুলি মালাখানি ললাটে।
আজি জ্বালুক প্রদীপ চির-অপরিচিতা
পূর্ণপ্রকাশের লগন-লাগি—
চিনে নেবে॥

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি॥
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তবে স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি॥

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে॥
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।

বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে॥

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি॥
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় মিলায় বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে
সে তো কেবলই গান কেবলই বাণী।
পরশ তার নাহি রে মেলে, নাহি রে পরিমাণ—
দেবসভায় যে সুধা করে পান।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা—
আন্‌মনা যেন দিক্‌বালিকার ভাসানো মেঘের ভেলা॥
যেমন হেলায় অলস ছন্দে কোন্ খেয়ালির কোন্ আনন্দে
সকালে-ধরানো আমের মুকুল ঝরানো বিকালবেলা॥
যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ, ভুলে যায় দিনশেষে,
তার হাতে দিই আমার ছন্দ— কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায় জেনো জেনো মোর সকলই হারায়,
চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা॥

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে পরশ করল তোরে
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে॥
হাওয়ায় বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা

বনে বনে বহে বেড়াস তারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোলের খেলার ফুলের রেণু
পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে।
যে গুণী তার কীর্তিনাশার বিপুল নেশায়
চিকন রেখার লিখন মেলে শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় পলে পলে-
গান গেয়ে যে চলে তারা দলে দলে—
তার হারা সুর নাচের নেশায়
ডানাতে তোর পড়ল ঝরে।।

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি--
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি।।
তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলোছলো, এই বহু মানি।।
চাহি না রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা,
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুনো
নব পথিকেরই গানে নূতনের বাণী।।

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে।।
হেথা সা রে গা মা -গুলি সদাই করে চুলোচুলি,
কড়ি কোমল কোথা গেছে তলাইয়ে।।
হেথা আছে তাল-কাটা বাজিয়ে—
বাধাবে সে কাজিয়ে।
চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে—
তেরে-কেটে মেরে-কেটে ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে।।

পাঠভেদ ৩

[আংশিক প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি চিত্রের সম্পূর্ণ পাঠ]

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে একটি মধুর মুখ॥
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল— কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া, দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে চুমিয়া আছে চিবুক'
বসন্তপ্রভাতে লতার মাঝারে মুখানি মধুর অতি—
অধর-দুটির শাসন টুটিয়া রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে তরল চপল জ্যোতি॥

বলো বলো, বন্ধু, বলো তিনি তোমার কানে কানে
নাম ধরে ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়-বাদলের মধ্যখানে॥
স্তব্ধ দিনের শান্তিমাঝে জীবন যেথায় বর্মে সাজে
বলো সেথায় পরান তিনি বিজয়মাল্য তোমার প্রাণে।
বলো তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার দুখের টানে॥
বলো বলো, বন্ধু, বলো নাম বলো তাঁর যাকে তাকে—
শুনুক তারা ক্ষণেক থেমে ফেরে যারা পথের পাকে।
বলো বলো তাঁরে চিনি ভাঙন দিয়ে গড়েন যিনি—
বেদন দিয়ে বাঁধো বীণা আপন-মনে সহজ গানে।
দুখীর আঁখি দেখুক চেয়ে সহজ সুখে তাঁহার পানে॥

কোন্ খেলা যে খেলব কখন্ ভাবি বসে সেই কথাটাই—
তোমার আপন খেলার সাথি করো, তা হলে আর ভাবনা তো নাই।
শিশির-ভেজা সকালবেলা আজ কি তোমার ছুটির খেলা—
বর্ষণহীন মেঘের মেলা তার সনে মোর মনকে ভাসাই॥

তোমার নিঠুর খেলা খেলবে যে দিন বাজবে সে দিন ভীষণ ভেরী।
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হবে, কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি।
সে দিন যেন তোমার ডাকে ঘরের বাঁধন আর না থাকে—
অকাতরে পরানটাকে প্রলয়দোলায় দোলাতে চাই॥

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে॥
যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো।
ঝরনারে কে দিল বাধা— নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥